Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার জবাব।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া সানজিদা মীম

রোলঃ 23090120785

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার জবাব।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া সানজিদা মীম

রোলঃ 23090120785

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার জবাব। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া সানজিদা মীম, আইডিঃ 23090120785 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার জবাব। " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Samiya Sanjida Mim

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সামিয়া সানজিদা মীম

আইডিঃ 23090120785

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

পর্দার শাব্দিক বিশ্লেষণ.....5

ইসলামী পরিভাষায় পর্দা.....5

কুরআনের আলোকে পর্দা.....5

হাদিসের আলোকে পর্দা.....8

পর্দা আসলে কি?.....11

পর্দা কেন?.....12

পর্দার কল্যাণ.....13

পর্দার গুরুত্ব.....14

পর্দার দার্শনিক বিশ্লেষণ.....15

পর্দার যৌক্তিকতা.....18

পর্দার বিধান.....19

যেভাবে পর্দা পালন করতে হবে.....20

গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা:.....20

বাইরে গমনকালীন পর্দা:.....23

বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা:.....25

শরিয়ার আলোকে পর্দা.....26

পর্দা শুধু বস্ত্রাবৃত হওয়ার নাম নয়.....29

পর্দা-বিধান ও আমাদের অসতর্কতা.....33

মাহরামের প্রকারভেদ:.....38

ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর স্থান.....42

পর্দাহীনতার পরিণতি.....46

ইসলামী বিধান থেকে ফিরে যাওয়ার পরিণতি.....48

পর্দাহীন সমাজের পরিনতি.....49

পর্দাহীনতা আভিজাত্য না অশ্লীলতা ?.....49
পর্দা নারীর জন্য অভিশাপ নয়.....50
পশ্চিমাদের পরিনতি :.....51
পর্দাহীন ইউরোপের করুণ পরিণতি.....55
নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বাস্তবতা.....56
নারী স্বাধীনতা না প্রবঞ্চনা? সৃষ্টির রহস্য স্রষ্টাই জানেন.....59
পথিক! তুমি পথ হারিয়েছ!.....63
মুসলমানের পোশাক.....64
পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা.....65

পর্দার শাব্দিক বিশ্লেষণ

‘পর্দা’ শব্দটি মূলত ফার্সী। যার আরবী প্রতিশব্দ ‘হিজাব’। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ- আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদান, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় পর্দা

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, নারী তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে পর্দা বলা হয়। মূলত হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

কুরআনের আলোকে পর্দা

পর্দার বিধানটি ইসলামের একটি অকাট্য বিধান। কুরআন মাজীদের অনেকগুলো আয়াতে এই বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো ঈমানদারের পক্ষে এই বিধানকে হালকা মনে করার সুযোগ নেই। এখানে কয়েকটি আয়াত সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ তুলে ধরা হল।

এক.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আহযাব : ৫৯)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন যখন তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন মাথার উপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমন্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে। -(ফাতহুল বারী ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪)

ইবনে সীরিন বলেন, আমি (বিখ্যাত তাবেয়ী) আবীদা (সালমানী রাহ.)কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা মাথা ও চেহারা আবৃত করবে এবং এক চোখ খোলা রাখবে।

দুই.

وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَاب.

"তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। তোমাদের কারো জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৩)

এই আয়াত থেকেও বোঝা যায়, নারীর দেহের কোনো অংশই পর্দা-বিধানের বাইরে নয়। উম্মুল মু'মিনীনগণের আমলও তা প্রমাণ করে।

এই আয়াতে যখন পর্দার বিধানকে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মু'মিনীনদের জন্যও অধিকতর পবিত্রতার উপায় বলা হয়েছে তখন উম্মতের আর কে আছে যে এই বিধানের বাইরে থাকতে পারে?

তিন.

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"(হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে।" (সূরা নূর : ৩১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, 'সাধারণত যা প্রকাশিত' অর্থ হচ্ছে কাপড়। -(তাফসীরে তাবারী ১৮/১১৯)

এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর মুখমন্ডলসহ পূর্ণ দেহ আবৃত রাখা অপরিহার্য।

চার.

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

"তারা যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"(সূরা নূর : ৩১)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন,

يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله : وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مورطهن فاختمرن بها.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির নারীদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ আয়াত নাযিল করলেন তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করেছিলেন। -(সহীহ বুখারী ২/৭০০)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন-'ফাখতামারনা' অর্থ তারা মুখমন্ডল আবৃত করেছেন। -(ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭)

আল্লামা আইনী রাহ. বলেন-'ফাখতামারনা বিহা' অর্থাৎ, যে চাদর তারা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তা দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল আবৃত করলেন। -(উমদাতুল কারী ১৯/৯২)

আল্লামা শানকীতী রাহ. বলেন, এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, উপরোক্ত মহিলা সাহাবীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুখমন্ডল আবৃত করারও আদেশ করেছেন। তাই তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনার্থে নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করেছেন।

পাঁচ.

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝.

"তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূর : ৩১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষকে আকৃষ্ট করে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানদার নারীর কর্তব্য। কারণ পরপুরুষকে নুপুরের আওয়াজ শোনানোর উদ্দেশ্যে সজোরে পদবিক্ষেপ যখন নিষেধ করা হয়েছে তখন যে সকল কাজ, ভঙ্গি ও আচরণ এর চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করে তা নিষিদ্ধ হওয়া তো সহজেই বোঝা যায়। মুসলিম নারীদের জন্য এটি আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

হাদিসের আলোকে পর্দা

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

নারী হল 'সতর' তথা 'আবৃত থাকার বস্তু'। নিশ্চয়ই সে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। আর সে যখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন সে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে।-আলমুজামুল আওসাত, তবারানী। এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়।

২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ইহরাম গ্রহণকারী নারী যেন নেকাব ও হাতমোজা পরিধান না করে। -(সহীহ বুখারী ৪/৬৩, হাদীস : ১৮৩৮)

কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন, নারীর জন্য বোরকা দ্বারা মুখমন্ডল আবৃত রাখা ফরয। তবে হজ্বের সময়টুকু এর ব্যতিক্রম। কেননা, এই সময় তারা ওড়নাটা চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিবে, চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে না। পরপুরুষ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে এবং পুরুষরাও তাদের থেকে দূরে থাকবে। -(আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/৫৬)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের ঝুল কীভাবে রাখবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা বললেন, এতে তো তাদের পা অনাবৃত থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়। -(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১১৭; জামে তিরমিযী ৪/২২৩; সুনানে নাসাঈ ৮/২০৯; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১/৮২)

ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসে নারীর জন্য কাপড় ঝুলিয়ে রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটিই তাদের জন্য অধিক আবৃতকারী।

৪. ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসারী সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললে, সে তো মৃত্যু।

-(সহীহ বুখারী ৯/২৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৭২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৭১; মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৯, ১৫৩)

এই হাদীসে বেগানা নারী-পুরুষের একান্ত অবস্থানকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে স্বামী পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন যেমন দেবর-ভাসুর ইত্যাদির সাথে অধিক সাবধানতা অবলম্বনকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

৫. হযরত আয়েশা (রা.) ইফ্কের দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন-আমি আমার স্থানে বসে ছিলাম একসময় আমার চোখ দুটি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আসসুলামী ছিল বাহিনীর পিছনে আগমনকারী। সে যখন আমার অবস্থানস্থলের নিকট পৌছল তখন একজন ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি দেখতে পেল। এরপর সে আমার নিকট এলে আমাকে চিনে ফেলল। কারণ পর্দা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে সে আমাকে দেখেছিল। সে তখন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে ওঠে, যার দরুণ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং ওড়না দিয়ে নিজেকে আবৃত করে ফেলি। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমি ওড়না দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেলি। -(সহীহ বুখারী ৫/৩২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭৭০; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩১৭৯)

৬. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা.) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত হলেন। এটি ছিল পর্দা বিধানের পরের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার সামনে থেকে সরে যাও। আমরা বললাম, তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখছেন না?! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না? -(সুনানে আবু দাউদ ৪/৩৬১, হাদীস : ৪১১২; জামে তিরমিযী ৫/১০২, হাদীস : ২৭৭৯; মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৬; শরহুল মুসলিম, নববী ১০/৯৭; ফাতহুল বারী ৯/২৪৮)

৭. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা অতিক্রম করত। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি চলে আসত তখন আমাদের সকলেই চেহারার ওপর ওড়না টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার তা সরিয়ে নিতাম। -(মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০; ইবনে মাজাহ,হাদীস: ২৯৩৫)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

৮. আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা পুরুষদের সামনে মুখমন্ডল আবৃত করে রাখতাম। -(মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫৪)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবা-যুগের সাধারণ মহিলারাও গায়রে মাহরাম পুরুষ থেকে নিজেদের চেহারা আবৃত করতেন। কারণ আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এখানে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যা প্রমাণ করে উম্মুল মু'মিনগণ ছাড়া অন্য নারীরাও তাদের মুখমন্ডল আবৃত রাখতেন।

৯. ফাতিমা বিনতে মুনযির রাহ. বলেন, আমরা আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে আমাদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখতাম। -(মুয়াত্তা, ইমাম মালেক ১/৩২৮; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫৪)

১০. হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। -(জামে তিরমিযী)

১১. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, একজন মহিলা পর্দার পিছন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একটি কাগজ দিতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত গুটিয়ে নিলেন (কাগজটি নিলেন না এবং) বললেন, আমি জানি না, এটা কি পুরুষের হাত না নারীর। মহিলা আরজ করলেন, 'নারীর হাত।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি নারী হতে তাহলে নিশ্চয়ই নখে মেহেদী থাকত।' -(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পীর-মুর্শিদ ও উস্তাদের সাথেও পর্দা করা অপরিহার্য।

১২. হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রা.) থেকে বাইয়াত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, নারীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়েও মেহেরবান। সুতরাং আপনার হাত মোবারক দিন, আমরা বাইয়াত হই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি নারীদের সাথে হাত মিলাই না। (যা মুখে বলেছি তা মেনে চলাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য)। -(মুয়াত্তা মালিক)

১৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! বাইয়াতের সময় তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু মুখে বলতেন, তোমাকে বাইয়াত করলাম। -(সহীহ বুখারী ২/১০৭১)

১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

দুই শ্রেণীর দোযখী এখনও আমি দেখিনি। (কারণ তারা এখন নেই, ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে) এক শ্রেণী হচ্ছে ঐ সকল মানুষ, যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে) ঐ সকল নারী, যারা হবে পোশাক পরিহিতা, নগ্ন, আকৃষ্ট ও আকৃষ্টকারী; তাদের মাথা হবে উটের হেলানো কুঁজের ন্যায়। এরা

জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না অথচ জান্নাতের খুশবু তো এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে। -(মুসলিম ২/২০৫, হাদীস : ২১২৮)

এই হাদীসে বেপর্দা নারীদের প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে। সুতরাং, তাদের মৃত্যুর আগেই তওবা করে পর্দার বিধানের দিকে ফিরে আসা কর্তব্য।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কুরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধান মেনে চলা সকল ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য অপরিহার্য।

পর্দা আসলে কি?

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কুরআন মাজীদের কয়েকটি সূরায় পর্দা-সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। পর্দার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সকল শ্রেণীর ঈমানদার নারী-পুরুষকে সম্বোধন করেছেন। নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেছেন তিনি যেন তাঁর স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত রাখার আদেশ দেন। কিছু আয়াতে উম্মুল মু'মিনীনদেরকেও সম্বোধন করেছেন, কোনো কোনো আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকেও সম্বোধন করা হয়েছে। মোটকথা, কুরআন মজীদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পর্দার বিধান দান করেছে। এটি শরীয়তের একটি ফরয বিধান। এ বিধানের প্রতি সমর্পিত থাকা ঈমানের দাবি। কিন্তু বেদনার বিষয় এই যে, পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের 'মুসলিম-সমাজ' এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানও তাদের কাছে অপরিচিত ও অপ্রয়োজনীয়! (নাউযুবিল্লাহ)

ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান তো মুসলিম পরিচয় বহনকারীদের দ্বারা আক্রমণেরও শিকার (আল্লাহ হেফাযত করুন)। ঐসব বিধানের মধ্যে একটি হচ্ছে পর্দার বিধান। এই সব 'মুসলমানদের' কে বোঝাবে যে, এটা নিজের পায়ে কুঠারাঘাতের শামিল। ইসলামের এই বিধানগুলো শুধু আমাদের আখিরাতে নাজাতেরই উপায় নয়, আমাদের দুনিয়ার জীবনের শান্তি, স্বস্থি ও পবিত্রতারও রক্ষাকবচ। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অমুসলিমদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে আমরা নিজেদের আর্দশ ত্যাগ করে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। আমাদের পরিবার ও সমাজেও পশ্চিমা সমাজের ভয়াবহ উপসর্গগুলো প্রকটভাবে

দেখা দিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে অশনিসংকেত। পশ্চিমা সভ্যতা যেসব মরণব্যাধিতে আক্রান্ত তা থেকে যদি আমরা আমাদের পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করতে চাই তার একমাত্র উপায় ইসলামের বিধান ও আদর্শের সামনে আত্মসমর্পণ। আমরা যদি আমাদের পরিবারিক শান্তি ফিরে পেতে চাই তাহলে নারী-পুরুষ সকলকে পর্দা-বিধানের অনুসারী হতে হবে।

পর্দা কেন?

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"
(সূরা আহযাব: ৩৩)

এ জন্য পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এ বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল। মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

পর্দার কল্যাণ

পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের মায়েদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এই বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল। পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক এবং ইফফাত ও পবিত্রতার একমাত্র উপায়। অনেকে মনে করেন, পর্দা-বিধান শুধু নারীর জন্য। এ ধারণা ঠিক নয়। পুরুষের জন্যও পর্দা অপরিহার্য। তবে উভয়ের পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যে শ্রেণীর জন্য যে পর্দা উপযোগী তাকে সেভাবে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই কুরআন-সুন্নাহর পর্দা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতা স্বীকার করবেন যে, ইসলামে পর্দার বিধানটি অন্যান্য হিকমতের পাশাপাশি নারীর সম্মান ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছে। এজন্য এই বিধানের কারণে প্রত্যেককে ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কৃতঘ্ন হয়ে এ বিধান সম্পর্কে অযথা আপত্তি করা উচিত নয়।

আকবর এলাহাবাদী বলেন: 'প্রাশ্চাত্যের ও প্রাশ্চাত্য প্রভাবিত পুরুষদের অন্তরে পর্দা পড়ে যাওয়ার কারণে তারা এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে না পারলেও আজকের পশ্চিমা নারীরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছে। আর এই বিধানটিই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মাধ্যম হয়েছে।'

নারী-পুরুষ উভয়ের পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায় হল ইসলামের পর্দা বা হিজাব বিধান। এই বিধানের অনুসরণের মাধ্যমেই হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। পর্দার এই সুফল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ

"এই বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।"

(সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৩)

সুতরাং মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা-বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

পর্দার গুরুত্ব

পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

এ আয়াতে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্দার সহিত চলাফেরা করলে সবাই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে পর্দানশীন নারীদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না। প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণসহ নানা রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।
হাদীস শরীফেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,
রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- 'নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।' -(তিরমিযী: ১১৭৩)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তারা চুপ হয়ে গেলেন। (কেউ বলতে পারলেন না) অতঃপর আমি ফিরে এসে ফাতেমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি ? তিনি বললেন, কোনো পরপুরুষ তাকে দেখবে না (অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে)। তারপর আমি ঐ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় ফাতেমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে)। -(মুসনাদুল বাযযার: ৫২৬)

এতে পর্দার গুরুত্ব পরিস্ফূটিত হয়। আর পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় বিবেকের দাবীও তাই। এছাড়াও পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে। কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা পর্দানশীনদের ভালোবাসেন। আর

কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।’ (সূরা হুজুরাত: ১৩)
প্রকৃত অর্থে তাকওয়া সম্পন্ন বা মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলে। আর সর্বসম্মতিক্রমে পর্দা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। যেহেতু পর্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ সেহেতু পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে। এছাড়াও পর্দা-বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত হয়। পারিবারিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়। কারণ, পর্দা পালনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরকিয়াবিহীন পবিত্র জীবন গঠিত হয় এবং চরিত্রহীনতা ও অবিশ্বাস তাদের থেকে বিদায় নেয়। তাই মুসলিম উম্মাহ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পর্দার দার্শনিক বিশ্লেষণ

আসলে হিজাব সম্বন্ধে আমাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় আমরা দ্বিধাদ্বন্দে ভুগছি। সেটাকে উন্নতির পথে অন্তরায় মনে করছি। কিন্তু এর মধ্যেই যে নারীর আসল মর্যাদা নিহীত রয়েছে তা ভাবতেও রাজি নই।

আরবী ভাষায় "হিজাব" শব্দের উর্দু, ফারসী ও বাংলা অর্থ হচ্ছে “পর্দা”। আরবী হিজাব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বাধা, অন্তয়ায়, প্রতিবন্ধক, যবনিকা।

পুরুষ এবং নারীর নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ম রাজত্বে উভয়ের কেহই যেন অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে, যাতে কেউ কারো অধিকার ক্ষুন্ন করতে না পারে, একের সাম্রাজ্য যাতে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, কোন অসতর্ক মুহূর্তে যাতে কোন দুষ্ট বুদ্ধির তৃতীয় পক্ষ নর-নারীর মধ্যে বিশেষ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সৃষ্টির সুযোগ না পায় সেই জন্য দ্বীনে ইসলাম যে বাধা-বন্ধনের লৌহ প্রাচীর এবং সদা সতর্ক সীমান্ত প্রহরায় যে দুর্লভ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তারই নাম “পর্দা বা হিজাব”।

নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সেবা যত্ন যেমন অনস্বীকার্য। তেমনি পুরুষকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে নারীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। দুরদর্শী

বিচক্ষণ এবং স্বভাব ধর্ম ইসলাম এ জন্য যে রক্ষা কবচ এবং অস্ত্র দান করেছে নারী-পুরুষের হাতে, তারই নাম হিজাব বা পর্দা।

নারী-পুরুষের কল্যাণ কামনায় এহেন ব্যবস্থা অবলম্বনের যৌক্তিকতা কোন সুস্থ বুদ্ধি এবং বিবেকবান মানুষই অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুত পর্দা প্রথা শুধু নারীর জন্যই নয় বরং পুরুষের জন্যও কল্যাণকর। নারী শুধু পর্দার পাবন্দী করবে, পুরুষ করবে না তা নয়, বরং এই কল্যাণ ব্যবস্থা মেনে চলতে উভয়েই বাধ্য। নারীকে যেমন যেখানে সেখানে অবাধ যাতায়াতের, যথেচ্ছা বিচরণের অধিকার দেয়া হয়নি, তেমনি পুরুষকেও যখন তখন যে কোন নারীর ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।

অতএব, পর্দা প্রথার ইসলামী ব্যবস্থাকে নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, তাদের পরাধীনতার নিদর্শন বলা যেমন অসত্য তেমনি একে পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং এক তরফা সহানুভূতি বলতে যাওয়াও নির্জলা মিথ্যা। পর্দা ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা যদি ক্ষুন্ন হয়ে থাকে, তাহলে এতে পুরুষের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলতে হবে।

নারীর তীক্ষ্ণ আত্ন মর্যাদা বোধ, তার আত্ম সম্মানের তীক্ষ্ণ অনুভূতির তেজ এবং পর্দা প্রথার অমোঘ অস্ত্র যদি যৌথভাবে সহযোগিতা করে চলে, তাহলে কোন দুর্ধর্ষ পুরুষই যেমন নারী মহিমায় কলংক লেপন করতে পারবে না, তেমনি শত ইচ্ছা সত্ত্বেও পুরুষের জন্য এই অধঃপতনের পথে যাওয়া সহজ হবে না। তাই দ্বীন ইসলাম শুধু নারীর জন্যই পর্দার ব্যবস্থা করে নাই বরং পুরুষকেও পর্দা মেনে চলতে বাধ্য করেছে।

সুতরাং একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, পর্দা প্রথা নারীর গোলামী বা পরাধীনতার পরিচয় নয়। নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়, নারীর প্রতি নির্দয়তার পরিচয় নয়, বরং পর্দা প্রথা নারী পুরুষের ইজ্জত-সম্মান, বিধাতার চরম করুণার নিদর্শন।

নিজের দেহ-মন পবিত্র রাখো, কারো প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ কর না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না। এ ধরনের নীতিকথা যতই শোনানো হোক না কেন যদি এর উপকরণ এবং আনুষংগিক সাহায্য শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত না করা হয় তাহলে এসব তত্ত্ব কথার বাস্তব প্রয়োগ সুদুর পরাহত। তাই ব্যভিচারকেই শুধু নিষেধ নয় বরং যে সব আচার-আচরণ মানুষকে ব্যভিচার পর্যন্ত নিয়ে যায়, সে সব সুযোগ-সুবিধা আর ছিদ্র পথ বন্ধ করার জন্যই পর্দার এই হুকুম।

নারীর সাজসজ্জা এবং বেশ বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করতে যেমন পুরুষেকে নিষেধ করা হয়েছে তেমনি নারীকেও পুরুষের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করেছে সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে শরীক না হয়।

পুরুষদেরকে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি পরনারীর কাছে প্রয়োজনে কিছু চাইতে যাও, তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম ব্যবস্থা।'

নারীকে বলা হয়েছে "প্রয়োজনে ভিন্ন পুরুষের সাথে যদি তোমাকে কথা বলতে হয় তাহলে কর্কশ স্বরে কথা বল। মধুর স্বরে কথা বললে ব্যধিগ্রস্ত পুরুষের মনে কামনার উদ্রেক হতে পারে।"

নারী পুরুষের নির্জন নিভৃত স্থানে অবাধ মেলামেশার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে যেয়ে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে শয়তান উপস্থিত হয়।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীরা সব সময় ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকবে। কোন অবস্থায়ই সে বাইরে যেতে পারবে না। পর পুরুষের সাথে প্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ ও করতে পারবে না। বরং আত্মীয়-স্বজনের সাথে মোলাকাতের জন্য বাইরে যাওয়া, অনোন্যপায় হলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হাটে বাজারে বা দোকানে যাওয়া, অসুখের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া, রোগীর শুশ্রুষার জন্য তাকে দেখা ইত্যাদি কিন্তু নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে ইসলাম নারীকে নিষেধ করে না। কিন্তু শুধু সখের বশে, সেজে-গুজে সৌন্দর্য বিকিরণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টির জন্য বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

পর্দা প্রথা আর বাইরে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এক জিনিস নয়। পর্দার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিবেশের একান্ত তাগাদায় তাদের বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পর্দা ইসলামের অবশ্য পালনীয়। বাধ্যতামূলক নির্দেশ, পর্দা ইসলামের মৌলিক নির্দেশ আর বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গৌণ। সময় বিশেষে, ক্ষেত্র বিশেষে, প্রয়োজন বিশেষে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত অথবা শিথিল হতে পারে। কিন্তু পর্দা ব্যবস্থা চির পালনীয়।

সকল মানুষ সমান নয়। রাস্তায় সব ধরনের লোকই চলাচল করে। ভদ্র-অভদ্র, সাধু-ভণ্ড, ইতর-মুর্খ সকলেরই অবাধ যাতায়াত। তাই মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পথ চলতে হলে সাবধানে চলতে হয়। নতুবা পদে পদে ভয়ের আশংকা থাকে। এমতাবস্থায় নারীর লাগামহীন চাল-চলন যে অত্যন্ত আশংকাজনক তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দুষ্ট লোকের কথা না হয় বাদ দিলাম, লীলাবতী লাস্যময়ী, সুন্দরী-যুবতীর অংগভংগি দর্শনে সাধু মনও তো কুপোকাৎ হয়ে পড়ে।

তাই প্রথম থেকেই আত্ন-সতর্কতা ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যভিচার ও নৈতিক অধঃপতন রোধকল্পে এবং দেহ-মনের পবিত্রতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই যেমন পর্দা প্রথার প্রবর্তন তেমনিই নারীর বহির্গমনও নিয়ন্ত্রণ। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কোন নতুন কিছু নয়। অস্বভাবিকও নয়। অতএব তাদের এই স্বাভাবিক আকর্ষণ যাতে তাদের নৈতিক, মানসিক, সামাজিক এবং মানবিক অকল্যাণ ও কলংক না ডেকে আনে সে জন্যই ইসলাম যেমন পর্দার প্রবর্তন করেছে তেমনই গৃহলক্ষী নারীর বহির্গমণও নিয়ন্ত্রণ করেছে।

পর্দার যৌক্তিকতা

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে যে বিপর্যয় ও অবনতি নেমে এসেছে তা মেয়েদের নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা আর পর্দা প্রথাকে উপেক্ষা করার পরিণতিতে হয়েছে। আজকের মেয়েরাও বুক পেট খুলে, বাহারী রংয়ের কাপড় পরে, হাই হিল পায়ে দিয়ে পুরুষের পাশ দিয়ে যখন গট গট করে হেঁটে যায় তখন তার সতীত্ব হরণ হলে পুরুষকে বড় একটা দোষ দেয়া যায় না।

নারীরা যখন ঘরের বাইরে বের হয় তখন তাদের শরীরে যেন ময়লা না লাগে, মশা-মাছি উপদ্রব না করে সে জন্য আল্লাহ পাক বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পোশাক পরে সাজ গোজ না করে, অলংকারের রিনঝিন ঝংকার না তুলে, প্রসাধনীর মিষ্টি গন্ধ বাতাসে না ছড়িয়ে বাইরে বের হতে বলেছেন।

মনে করুন আপনি বাসে করে যাচ্ছেন, আপনার সামনের সীটেই যদি একজন মহিলা থাকে, আর বাতাসে তার খোলা চুল উড়ে বেড়ায় কিংবা উড়ে এসে আপনার মুখে লাগে তখন আপনার মনের ভাবটা কি হবে?

অথবা রাস্তার বেপর্দা মহিলাদের কামোদ্দীপক ভাব দেখলে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হবে? পক্ষান্তরে যে ছবি চোখে ভাসলো না, যার চুলতো দূরের কথা, ঘোমটা দেখে বুঝা গেল না, সে নারী বৃদ্ধা না যুবতী এমন নারীদের দ্বারা কি কোন নাপাক উদ্দীপনা বা বদখেয়াল জাগতে পারে!

যে নারী হিজাব পরিধান করে লোকালয়ে বের হয়, যার শরীর পর্দাবৃত থাকে, যার শরীরের অঙ্গ জনসম্মুখে ভাসে না, তাকে দেখে কোন যুবকের কি কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে? পারে না।

তাই আল্লাহ পাক বলছেন-
“হে নবী! আপনার স্ত্রী কন্যা ও মু’মিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের উপর পর্দা আবরণ ঝুলিয়ে দেয়, এটা খুব উত্তম রীতি। যাতে করে তাদের সম্ভ্রমশীলতা চিনতে পারা যায় এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা না হয়।” (সুরাহ আহযাব: ৫৯)

এতো গেল তথাকথিত প্রগতিবাদী আর যৌনবাদীদের কথা। এবার তাকিয়ে দেখুন আরব দেশগুলির দিকে, মৌলবাদীদের দিকে। তারা কি পর্দার কারণে কোথাও পিছিয়ে আছে? তাদের অগ্রগতি কি থেমে গেছে। মোটেও নয়। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে মিশরে যে জাতীয়তাবাদীর জাগরণ হয়েছিলো, তাতে শালীন পোষাক পরিহিতা মহিলারা অবদান রেখেছিল। ১৯৩০ সাথে ফিলিস্তিনে পর্দানশীল মহিলাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আলজেরিয়ায়ও মহিলাদের শালীন পোশাক যথেষ্ট ভূমিকা রাখে, ইরানের মহিলাদের অবস্থা তো সারা দুনিয়ার সামনে। নারীরা ইসলামী শালীন পোশাক পরে শিক্ষক, গবেষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, এমন কি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সংগে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

পর্দার বিধান

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান। আল্লাহ তা’আলাই এ বিধানের প্রবর্তক।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।’ (সূরা আহযাব: ৫৩)

এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন,
‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মু’মিন পুরুষ কিংবা কোনো মু’মিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।’ (সূরা আহযাব: ৩৬)

যেভাবে পর্দা পালন করতে হবে

একজন নারীর পর্দা পালনের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা- গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা, বাইরে গমনকালীন পর্দা এবং বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা। কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্যায়ে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। সামনে পর্দার তিনটি পর্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হল।

গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা:

নারীর প্রধান আবাসস্থল হলো তার গৃহ। সাধারণত গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা নারীর জন্য শোভনীয়। এ জন্য আল্লাহ তা’আলা নারীদেরকে তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রর্দশন করো না।’ (সূরা আহযাব: ৩৩)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নারীর প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। নারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাবে না বরং গৃহেই অবস্থান করবে। -(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬/৪০৯)

মূলত নারী নিজেকে যত সংযত ও আবৃত রাখে আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ততোই প্রিয় হয়ে ওঠে। ইসলামের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ততোই উচ্চতর হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নারী তার পালনকর্তার সর্বাদিক নিকটে তখনই থাকে যখন সে তার গৃহে অবস্থান করে। -(সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৫৯৯)

তাই মু'মিন নারীদের উচিত গৃহাভ্যন্তরে এমনভাবে অবস্থান করা যাতে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের দৃষ্টিতে সে না পড়ে। আর এভাবে গৃহে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দার যথার্থতা অর্জিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তোমরা তাদের (নবী পত্মীদের) কাছে কিছু চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সূরা আহযাব: ৫৩)

এ আয়াতে বিশেষভাবে নবী-পত্মীদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এ বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিবে। এ নির্দেশনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহুর্তেও গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষ, নিকটাত্মীয় হোক বা দূরাত্মীয় সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। তবে প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলবে। আর পরপুরুষরাও পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতে হবে। এতে পর্দার অপরিহার্যতা পরিস্ফূটিত হয়। আয়াতের শেষাংশে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পর্দার এ বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পুণ্যাত্মা পত্মীদেরকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন।
অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে করীম (সা.) এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।
তাহলে বলুন তো আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্মীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না! -(তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৭/১৯৫)

বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও প্রতিভাত হয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা নবীপত্মীরা সাধারণত তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দা পালন করতেন। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন নারীদেরকেও অনুরূপভাবে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (হে নবী) মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্ত্বে) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজ্জসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। 'হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।' (সূরা নূর: ৩১)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ, তারা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। তখন এক আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। -(বুখারী: ৫২৩২)

আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত 'হামউ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর নিকটাত্মীয়। শব্দটির উদ্দেশ্য ব্যাপক। শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর যেকোনো দিকের ভাই, চাচা, মামা, খালু, ফুফা

এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সন্তান। যেমন: দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান ইত্যাদি।

ইমাম তিরমিযী, লাইস ইবনু সা'দ, আল্লামা কাযী ইয়ায ও তাবারী সহ বহু আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য তার দেবর, ভাসুর, চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুর ও তাদের ছেলেদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে যেভাবে মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে চায়।

আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবে। অর্থাৎ নারীরা এমনভাবে গৃহে অবস্থান করবে যাতে নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষের নজরে সে না পড়ে। গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে এভাবে পর্দাবৃত থাকা নারীর জন্য অপরিহার্য।

বাইরে গমনকালীন পর্দা:

বলা বাহুল্য যে, নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। -(বুখারী: ৪৭৯৫)

মূলত ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মানব প্রয়োজনের সকল দিকই ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পর্দাবৃত হয়েই বাইরে বের হতে হবে। কিছুতেই পর্দাহীনভাবে বের হওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু, যখনই সে পর্দাহীনভাবে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকায়। -(তিরমিযী: ১১৭৩)

আর পবিত্র কোরআনে নারীদেরকে বাইরে গমনকালীন মুহূর্তে পূর্ণ পর্দা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন (প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়) তাদের (পরিহিত) জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

এ আয়াতে নারীদেরকে বাইরে গমনের সময় তাদের পরিহিত জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ, বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক- জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির উপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা 'বোরকা' নামে পরিচিত।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইরে গমনের সময় বোরকা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়া। যা সাহাবী, তাবেয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসীর থেকে প্রতিভাত হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াতে) মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা যখন বাইরে যাবে তখন তারা যেন জিলবাব দিয়ে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) তাদের মাথার উপর দিক থেকে তাদের মুখমণ্ডলও আবৃত করে নেয়। তবে তারা (চলাফেরার সুবিধার্থে) একটি চোখ খোলা রাখবে। -(ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২)

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, আমি আবীদাহ সালামানীহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যে, এ আয়াতে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। -(ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরবর্তী মুফাসসিরদের ব্যাখ্যার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর, বায়যাবী, বাগভী, নাসাফী, সুয়ূতি, আবু বকর জাসসাস, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ সব তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

অর্থাৎ সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে নারীদেরকে তাদের চেহারাসহ আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বাইরে গমনকালীন পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, কোনো প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যেতে হলে তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে চেহারাসহ গোটা দেহ আবৃত করে পূর্ণ পর্দার সঙ্গে বের হওয়া। যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। এক্ষেত্রে জিলবাব বা বোরকা পরিধানের মাধ্যমে আপাদমস্তক আবৃত করে নিবে। প্রয়োজনে চেহারা বা মুখমণ্ডলের জন্য আলাদা নিকাব ব্যবহার করবে। আর হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালীর জন্য মোজা পরিধান করবে। তবে চলাফেরার সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখবে।

বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা:

বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা গ্রহণেন অবকাশ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
'অতিশয় বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা নূর: ৬০)

আয়াতের নির্দেশনা হল, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। গায়রে মাহরাম ব্যক্তিও তার কাছে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়। বৃদ্ধা নারীদের জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত করা জরুরী নয়। এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, মাহরাম পুরুষদের সামনে যেসব অঙ্গ খুলতে পারবে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। -(তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৬/৪৩৯)

এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যেসকল নারী বিবাহের উপযুক্ত নয় এবং যাদের প্রতি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীর জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়। এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সঙ্গে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের।

সুতরাং, তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই তাদের জন্য উত্তম। - (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন: ২/৪৬৮)

পরিশেষে বলছি, এ বিধানের ব্যাপারে সারকথা হলো, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে হিজাব বা পর্দা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নারী জাতির জন্য এক ফরয বিধান। সর্বাবস্থায় এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকা অপরিহার্য।
তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক শিথিলতা গ্রহণের অবকাশও অবশ্যই রয়েছে।

শরিয়ার আলোকে পর্দা

বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ফকীহ মুফতী শফী রহ. আহকামুল কুরআনে (৩/৩৯৩) হিজাব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত এ বিষয়ের প্রায় সকল নুসূস বিশ্লেষণ করে অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতার ভিত্তিতে তিনি হিজাবের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।
এক. ঘরে, চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বা আবদ্ধ স্থানে স্বাভাবিক পর্দা। এ অবস্থায় গাইরে মাহরামের সামনে বাহ্যিক বা ভিতরগত সৌন্দর্য কোন কিছুই প্রকাশ পায় না। চেহারা, হাত বা শরীরের কোন কিছু প্রকাশ পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।
দুই. বোরকা বা বড় চাদর যা দ্বারা চেহারা হাতসহ পুরো শরীর আবৃত হয় এমন চাদর দ্বারা হিজাব গ্রহণ। এ পদ্ধতিতে মাথা থেকে পা পুরো শরীর কাপড় আবৃত থাকবে।
তিন. চেহারা, হাত অনাবৃত রেখে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।

প্রথম স্তর:

উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে মহিলাদের জন্য প্রথম প্রকারের হিজাব হলো মূল। অর্থাৎ, মহিলারা বাড়ির আঙ্গিনার ভিতরেই থাকবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।
কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن َّ

'তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান করো।' (সূরা আহযাব- ৩৩)
মনে রাখতে হবে, এ নির্দেশ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। অন্য আয়াতে বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাও।' (সূরা আহযাব- ৫৩)
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী হলো আওরাত (গোপন থাকার জিনিস)। যখন সে বাইরে বের হয় শয়তান তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়। -(সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৭৩)

দ্বিতীয় স্তর:

নারীরা কখনও বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে বাধ্য হয়। সে অবস্থায় তাদের জন্য বাইরে বের হওয়া বৈধ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ণ চেহারা ও হাত পা-সহ পুরো শরীর আবৃত করে তবেই বের হতে পারবে। শরীরের কোন অংশ অনাবৃত রেখে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ

'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন স্ব-স্ব চাদরগুলো নিজেদের (চেহারার) উপর (মাথা হতে) নিম্নদিকে ঝুলিয়ে নেয়।' (সূরা আহযাব- ৫৯)
হিজাবের এ আয়াতে 'জিলবাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'জিলবাব' হল এমন চাদর যা উপর থেকে নীচ সমস্ত শরীর আবৃত করতে সক্ষম।
আল্লামা ইবনে হাজম রহ. বলেন,
والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غطى جميع الجسم لا بعضه .
যে জিলবাবের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তা হলো সেই চাদর যা সমস্ত শরীরকে আবৃত করে। শরীরের কিছু অংশ আবৃতকারী চাদর উদ্দেশ্য নয়। আরবী ভাষায় জিলবাবের অর্থ এমনই। (মুহাল্লা ৩/২১৭)

আল্লামা ইবনে সীরীন রহ. বলেন, আমরা আবিদা সালমানিকে عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তার ওড়না দ্বারা মাথা এবং চেহারা আবৃত করলেন। শুধু বাম চোখ খোলা রেখেছিলেন।

ইমাম যাহেদ কাওসারী রহ. এ বর্ণনার সনদের ব্যাপারে বলেন, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে পাহাড়সম ভারী।

তৃতীয় স্তর:

হিজাবের তৃতীয় স্তর হলো, নারীরা তাদের চেহারা এবং হাত ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখবে। হিজাবের এ পদ্ধতিটি দু'টি শর্তের সাথে অনুমোদিত। যথা:

(এক). ফেতনার আশঙ্কা না থাকা।

(দুই). চেহারা বা হাত খোলা রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়া। যেমন: প্রচণ্ড ভীড় হওয়ার কারণে চেহারা ঢেকে রাখলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা হওয়া। তবে চিকিৎসার স্বার্থে ডাক্তারের সামনে বা সাক্ষ্য দানের জন্য বিচারকের সামনে ফেৎনার আশঙ্কা হলেও অনেক ফকীহ চেহারা খোলার অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হল, বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ,

'আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যাতে তাদের যীনতসমূহ প্রকাশ না করে, কেবল সেই স্থানসমূহ ব্যতীত যা খোলা থাকে।' (সূরা নূর- ৩১)

হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাযি.বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে পিছনে বসা ছিলাম। এক বেদুঈন তার সুন্দরী কন্যাকে (অনাবৃত চেহারায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করলেন। আমি চেহারা ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা ধরে চেহারা (অন্যদিকে) ঘুরিয়ে দিলেন। -(মুসনাদে আবু ইয়ালা; হা.নং ৬৭৩১)

এ হাদীসে গ্রাম্য সাহাবী তার কন্যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দিতে চাচ্ছিল। তাই প্রস্তাব পেশ করার সময় চেহারা খোলা রেখেছিল।

সারকথা, কুরআনে নারীদেরকে যথাসম্ভব ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া বের না হতে বলেছে। আর যদি বের হতেই হয় তাহলে জিলবাব বা বোরকা দ্বারা চেহারা এবং হাতসহ পুরো শরীর আবৃত করে বের হতে বলা হয়েছে। তবে দুই অবস্থা এর ব্যতিক্রম।

(এক). বিশেষ প্রয়োজন। যেমন ভীড় হওয়ার কারণে, সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ইত্যাদি।

(দুই). কামাই রোজগারের প্রয়োজনে কাজ করতে গিয়ে অনিচ্ছায় হঠাৎ চেহারা আবরণমুক্ত হয়ে পড়লে কোনও গুনাহ হবে না। এ অবস্থায় পুরুষদের কর্তব্য তাদের দৃষ্টি অবনত রাখা।

পর্দা শুধু বস্ত্রাবৃত হওয়ার নাম নয়

কাপড় দ্বারা নিজের শরীরকে আবৃত করা আর শরয়ী পর্দা পালন করা এক কথা নয়। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন, দশটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হলে তখন প্রকৃত হিজাব পালন হবে।যথা:

(১) ■ শরীরের পর্দা
(২) ■ মনের পর্দা
(৩) ■ চেহারার পর্দা
(৪) ■ কণ্ঠস্বরের পর্দা
(৫) ■ নামাযের পর্দা
(৬) ■ গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দা
(৭) ■ দৃষ্টির পর্দা
(৮) ■ বিপদ কালীন পর্দা
(৯) ■ ঘরের ভিতরের পর্দা
(১০) ■ শরীরের বাইরের পর্দা।

(ক) শরীরের পর্দা: শরীরের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার নিমিত্তে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

'হে নবী! আপনি নিজ পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের (ওড়নার) কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, (তারা আযাদ-দীনদার) ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

(সূরা আহযাব- ৫৯)

(খ) মনের পর্দা: মুসলিম নারীদের মনের পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নবীর স্ত্রীগণের নিকট কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'

(সুরা আহযাব-৫৯)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুই শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে এখনও আমি দেখিনি, (তারা অতি সত্তর কিয়ামতের পূর্বে আসবে) এক শ্রেণী ঐ সকল লোক, যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে (অন্যায়ভাবে)

প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐ সকল নারী যারা বস্ত্রাবৃত থেকেও নগ্ন থাকবে। অর্থ্যাৎ, এমন পাতলা বা শর্ট জামা পরবে যা পরার পরও শরীর দেখা যাবে। তারা (পর পুরুষকে) আকর্ষণকারিণী এবং নিজেরা ভিন্ন পুরুষদের প্রতি লালায়িত হবে। তাদের চুলের খোপা হবে বুখতী উটের হেলানো কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না। অথচ জান্নাতের খুশবু এত এত দূর (সত্তর বছরের দুরত্ব) থেকে পাওয়া যায়।' -(মুসলিম শরীফ; হা.নং ৫৪১৯)

(গ) চেহারার পর্দা:

চেহারার পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা যেন তাদের মাথায় পরা ওড়নাকে (চেহারাসহ) তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশের উপর জড়িয়ে দেয়।' (সূরা নুর- ৩১)

এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির নারীদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন এই আয়াত وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ নাযিল করলেন, তখন তারা নিজেদের চাদর ছিড়ে (ওড়না বানিয়ে) তা দ্বারা নিজেদেরকে (চেহারাসহ) ঢেকে নিলেন। -(বুখারী শরীফ; হা.নং ২৪৭৬)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, 'বিখুমুরিহিন্না' এর অর্থ হল তারা নিজেদের (সীনা আবৃতসহ) মুখমণ্ডল আবৃত করেন। -(ফতহুল বারী ৩৪৭)

(ঘ) কণ্ঠস্বরের পর্দা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'হে নবী সহধর্মিণীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় স্বরে (ভঙ্গিতে) কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করবে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা স্বাভাবিকভাবে (নিরস ভাষায়) কথা বলবে।' (সূরা আহযাব-৩২)

(ঙ) নামাযের পর্দা:

নামাযে নারীদের চেহারা এবং হাতের পাঞ্জা ও পায়ের পাতা ছাড়া আপাদমস্তক ঢেকে রাখা ফরয। এমনকি চুলের কিছু অংশ খোলা থাকলেও নামায হবে না।

(চ) গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দা:

মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দার নীতিমালা সম্পর্কে মহান রব্বুল আ'লামীন বলেন,

'হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং ঐ বালক যারা নারীদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।' (সূরা নূর- ৩১)

উক্ত আয়াতে মাহরাম ১৪ শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ব্যতিত সকল পুরুষের সাথে পূর্ণ পর্দা করা ফরয।

(ছ) দৃষ্টির পর্দা:

দৃষ্টির পর্দা সম্পর্কে কুরআনের সূরা নূরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'হে নবী! মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে। নিশ্চই তারা যা করে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।' (সূরা নূর- ৩০,৩১)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় পর্দা নর- নারী উভয়ের জন্যই জরুরী। প্রত্যেকে যার যার নির্দিষ্ট সীমানায় পর্দা মেনে চলবে। অন্য হাদীসে হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা পর-নারীদের সম্মুখে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। এ কথা শুনে এক আনসারী সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য ভয়াবহ ব্যাপার। -(সহীহ বুখারী; খণ্ড-৯ পৃ: ২৪২)

অন্যত্র মহান রব্বুল আ'লামীন বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন দৃষ্টিসমূহের খিয়ানত (অপাত্রে নযর) এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে।' (সূরা মুমিন- ১৯)

হাদীস শরীফে আছে, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ-দৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন তোমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও। -(সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৪৮১)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে ঘোষণা করেন,দু-চোখের যিনা হলো অপাত্রে দৃষ্টি করা। জবানের যিনা হল (অবৈধ প্রেমের) কথা বলা। আর অন্তর মন্দ কাজের আশা ও বাসনা রাখে (তাও যিনা) আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে অথবা তা থেকে বিরত থাকে। -(সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৭২)

(জ) বিপদকালীন পর্দা:

বিপদাপদে পর্দার বিধান মওকুফ হয়ে যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন পরিপূর্ণ হিজাব ব্যবহার জরুরী, অস্বাভাবিক অবস্থায়ও তদ্রূপ হিজাব রক্ষা করা জরুরী। হযরত উম্মে খাল্লাদ নাম্নী একজন সাহাবিয়্যার পুত্র-সন্তান কোন এক জিহাদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক হয়ে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান। তার সংবাদ জানার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এই চরম দুঃসংবাদ ও বিপদের মুখেও উক্ত মহিলা পর্দা রক্ষা করতে ভুল করেননি। এমন সংকটাপূর্ণ মুহূর্তে তার পর্দা পালন দেখে জনৈক সাহাবী বিস্ময়াভিভূত হয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন।

উত্তরে এই মহীয়সী নারী বললেন, আমি আমার পুত্র হারিয়ে এক বিপদে পড়েছি। এখন হিজাব ছেড়ে দিয়ে আরেক বিপদে পড়ব? -(সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৪৮০)

তাই নারীদেরকে বিপদের সময়ও ধৈর্য ধরে পর্দা পালন করতে হবে। কারো বিয়োগ-ব্যাথায় কান্নার স্বর উঁচু করবে না। কারণ মহিলাদের আওয়াজও পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

(ঝ) ঘরের ভিতরের পর্দা:

মু'মিন নারীদের জন্য আপন ঘরের ভিতরেও নিজেকে পর্দায় রাখা অপরিহার্য। যেমনিভাবে তারা পর পুরুষের নজর থেকে আঁড়াল হয়ে ঘরে থাকবে তেমনিভাবে নিজেদের দৃষ্টিও ঘর থেকে পর-পুরুষের প্রতি দেয়া থেকে বিরত থাকবে। নিজ ঘরে ভিন্ন পুরুষের ছবি, ছায়াছবি, উপন্যাস, অশ্লীল ছবি, বইপত্র ইত্যাদি দেখবে না, পড়বে না। অপরিচিত মোবাইল নম্বরে কথা বলবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে তা'লীম দিয়েছেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমি একবার হযরত মাইমূনা (রা.) এর সাথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) (অন্ধ সাহাবী) সেখানে আসতে লাগলেন। এটি ছিল পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা পর্দার ভিতরে চলে যাও। আমরা বললাম, তিনি কি অন্ধ নন যে, আমাদেরকে দেখতে পাবেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ধমকের স্বরে) বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাবে না? তারপর তারা পর্দায় চলে গেলেন। -(সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৭৭৯)

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় নারীরা বিনা প্রয়োজনে পর পুরুষের দিকে তাকাবে না। যেমনিভাবে পুরুষেরা ভিন্ন নারীর দিকে তাকাবে না।

(ঞ) ঘরের বাইরের পর্দা:

নবী-প্রেমিক নারীদেরকে ঘরের বাইরে একান্ত প্রয়োজনে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও পর্দার বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য রাখা জরুরী। কারণ মা-বোনদের জন্য আসল পর্দাই হল ঘরের ভেতর অবস্থান করা। শরীয়ত-সম্মত একান্ত ওযর যেমন, তার ভরণ-পোষণের জন্য কেউ নেই তাহলে জীবিকা অর্জনের জন্য বা ইসলামী আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজনে, রোগের চিকিৎসার জন্য, আপন পিতা- মাতার সাক্ষাতের জন্য বা ঘরে টয়লেট- বাথরুমের ব্যবস্থা না থাকলে জরুরত সারতে বাইরে যেতে পারবে। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) সম্পর্কে রাত্রে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করেছেন- তারা যখন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন জিলবাব (বড় ওড়না) মাথার উপর দিয়ে টেনে নিজেদের মুখমণ্ডল আবৃত করে। আর চলাফেরা করার জন্য শুধু এক চোখ আবরণমুক্ত রাখে। -(ফাতহুল বারী ৮/৫৪)।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী হল আওরাত (পর্দায় থাকার পাত্র)। যখন সে ঘর থেকে বের হয় (লোকালয়ে আসে), শয়তান তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (পুরুষের নজরে আকর্ষণীয় করে তোলে যাতে সে পাপে লিপ্ত হয়)। -(সুনানে তিরমিযী হা.নং ১১৭৩)

অন্যত্র রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন নারী নিজের মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর করবে না। -(সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৪১)

সুতরাং মুসলিম নারীগণ একান্ত প্রয়োজনে বাইরে বের হলে ঢিলেঢালা মোটা বোরকা পরবে। চেহারা ঢাকবে, হাত মোজা, পা মোজা ব্যবহার করবে। নযর হেফাযত করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। নিজের সৌন্দর্য দেখাবে না, সজোরে কদম মারবে না। পুরুষের মত পোশাক পরবে না। বিজাতীয়দের পোশাক পরার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ নারীদের ব্যবহারের কাপড়ে পর্যন্ত পর্দা রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়ছে। তাই সর্বদা নিজেকে খোদার বাঁদী মনে করে মনের স্বাধীনতাকে শরীয়তের নিয়ন্ত্রণাধীন লাগামে পরাধীন করতে হবে। তাহলেই অক্ষুণ্ণ থাকবে মাতৃজাতির সতীত্ব।

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ১০ প্রকার পর্দার সমন্বয়কে শরয়ী পর্দা বলা হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিষয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে পালন করলেই ইসলামী পর্দা হবে। শুধু বোরকা পরিধান করার নাম পর্দা নয়; বোরকা হল পর্দার অন্যতম সহায়ক। সুতরাং কাউকে বোরকা পরে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সে আসলে পর্দা করেনি; পর্দার বাহানা করেছে মাত্র।

পর্দা-বিধান ও আমাদের অসতর্কতা

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত দ্বীন। জীবনের এমন কোনো অঙ্গন নেই, যেখানে ইসলামের বিধান ও শিক্ষা নেই। সেই শিক্ষা ও বিধান যখন আমরা ভুলে যাই তখনই আমাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তি তো আছেই, দুনিয়ার জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

সম্প্রতি নারীনির্যাতন খুব বেড়ে গেছে, বিশেষত উঠতি বয়েসী মেয়েরা চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকার। এটা এ সমাজের চরম ব্যর্থতা যে, নিজেদের মা-বোনকেও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। এ অবস্থায় মা-বোনদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হবে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে। অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন প্রয়োজন অনেক বেশি সতর্কতা ও সচেতনতার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, বিপর্যয়ের সাথে পাল্লা দিয়েই যেন বেড়ে চলেছে আমাদের অবহেলা ও অসচেতনতা। বর্তমান নিবন্ধে চলমান সমাজচিত্রের কিছু অংশ ও আমাদের অবহেলার কিছু দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই।

এক. আমার প্রতিবেশী একজন শিক্ষক। তাঁর কাছে পড়তে আসে অনেক ছেলেমেয়ে। ছোট ছোট মেয়েরা যেমন আসে তেমনি আসে উঠতি বয়সের কিশোরীরাও। ওদের অনেকেরই পোশাক এমন যে, আমি বিষণ্ণ বোধ করি। আমি ভাবি ওদের মায়েদের কথা। তাঁরা কীভাবে তাদের মেয়েদেরকে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠান, উপরন্তু এমন পোশাকে? তাঁদের যদি আখেরাতের ভয় না থাকে, দুর্ঘটনার ভয়ও কি নেই? এই তো ক'দিন আগে ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের ঘটনাটি নিয়ে পত্রপত্রিকায় তোলপাড় হল। এর আগেও এরকম ঘটনা পত্রিকার পাতায় এসেছে। অনেক পিতামাতাই হয়তো উদ্বিগ্ন, কিন্তু সম্ভবত তারা ভাবছেন, এছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। তাই সর্বোচ্চ ঝুঁকির মুখেও মেয়েদেরকে এই শিক্ষাটাই দিচ্ছেন এবং এই পদ্ধতিতেই দিচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি উপায় নেই? সত্যিই কি এর কোনো বিকল্প নেই? সেই উপায় ও বিকল্প খুঁজে বের করাই এখন সময়ের দাবি।

দুই. আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন- ঈমানদাররা! ইসলামে প্রবেশ কর পরিপূর্ণভাবে আর অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্ক; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

কোরআন শরীফের এই আয়াতটি মনে পড়েছে আমার একজন আত্মীয়াকে দেখে। নিজের মহলে তিনি যথেষ্ট দ্বীনদার। নামায-রোযা ও দান-খয়রাতে তাঁর সুনাম আছে। এলাকার অনেক মেয়েকে তিনি বোরকা দিয়েছেন এবং তারা পর্দা মেনে চলতে শুরু করেছে। নিজের মেয়েদেরকেও বোরকায় অভ্যস্ত করেছেন, তবে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারের মতো তাদের পড়িয়েছেন কলেজ-ভার্সিটিতে। তিনি হয়তো চিন্তাও করেননি যে, মেয়ের কারণে তার নিজের দ্বীনদারীও আক্রান্ত হতে পারে।

সহশিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশে অনেক ক্ষেত্রেই যা হয় তার সন্তানের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। একটি দ্বীনহীন পরিবারের ছেলের সাথে মেয়েটির সম্পর্ক হয়েছে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের অবস্থা যা শুনেছি তা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলি, ঐ অনুষ্ঠানেই তাঁকে শুনতে হয়েছে পর্দা ও বোরকা সম্পর্কে বেয়াই-বেয়াইনের অনেক বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা।

এখানে সম্ভবত পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার একটি দিক স্পষ্ট হয়েছে। আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি, কিন্তু জাহেলিয়াতের মোহ ত্যাগ করতে পারি না, সন্তান-সন্ততিকে বানাতে

চাই ‘প্রগতিশীল মুসলিম’ তাহলে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ঢুকিনি। আমি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তখনই হতে পারব যখন বিশ্বাস করব ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলে এবং শিক্ষা-দীক্ষায়, রুচি ও জীবনাচারে ইসলাম যা দিয়েছে তাকেই গ্রহণ করতে পারব সর্বোত্তম বলে।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, ‘ঈমানের লযযত ঐ ব্যক্তি পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।’

তিন. গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে নারীর পর্দা আছে। সাধারণত ‘গায়রে মাহরামে'র অর্থ করা হয় বেগানা বা পরপুরুষ। এই তরজমা সূক্ষ্ম ও সঠিক নয়। কারণ অনেক আত্মীয়ও এমন আছে যারা গায়রে মাহরাম, অর্থাৎ তাদের সাথে পর্দা করা জরুরি। অনেকে অনাত্মীয়দের সাথে পর্দা করলেও গায়রে মাহরাম আত্মীয়দের সাথে পর্দা করেন না। অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মীয়দের মাধ্যমেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি থাকে। কিছু দিন আগে ভাসুরের হাতে ভ্রাতৃবধুর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অনেক আগেই বলে গেছেন- ‘আলহামভু আলমাওত’। অর্থাৎ, স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় তো মৃত্যু। এ কথাটি তিনি বলেছিলেন গায়রে মাহরাম আত্মীয়ের সাথে পর্দার অপরিহার্যতা বর্ণনা করে।

ভাসুর, দেবর, চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুর, ভাসুরের ছেলে, দেবরের ছেলে, ননদের ছেলে, স্বামীর খালু-ফুফা, খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই, এদের সবার সাথে পর্দা আছে। তেমনি নিজের খালু, ফুফা, খালাতো-ফুফাতো ভাই এবং মামাতো-চাচাতো ভাইয়ের সাথেও পর্দা আছে। একজন পর্দানশীন নারীকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য।

স্বামীর কর্তব্য, এ বিষয়ে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা। কারণ স্ত্রী অজ্ঞ বা অসচেতন হলে তাকে সচেতন করা এবং পর্দায় অভ্যস্থ করা ছিল স্বামীর কর্তব্য; তো স্ত্রী যখন স্বেচ্ছায় পর্দা করতে আগ্রহী তখন তো একে আল্লাহর মহা নিয়ামত মনে করা উচিত। বস্তুত এমন স্ত্রী-ই হচ্ছেন নবীজীর ‘আলমারআতুস সালিহা’ বা ‘নেককার রমণী’, যাকে তিনি ‘খাইরু মাতায়িদ দুনিয়া’ বা জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মাহরাম পুরুষের মাঝেও স্তরভেদ আছে। সকল মাহরাম এক পর্যায়ের নয়। উপরন্তু কোনো মাহরাম যদি ফাসিক হয় কিংবা তার আচার-আচরণ মার্জিত ও শোভন না হয় তখন তো অনেক বেশি সতর্কতার প্রয়োজন। আল্লাহ পাক মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি শরীয়ত দান করেছেন। মানুষ যা জানে না তিনি তা জানেন, মানুষ যা বোঝে না তিনি তা বোঝেন। নামায-রোযার মতো হজ্বও একটি ফরয ইবাদত। কিন্তু শরীয়তের বিধান হল ফাসিক মাহরামের সাথে নারী হজ্বে যেতে পারবে না। সুতরাং, মাহরাম হলেই আর কোনো

সতর্কতার প্রয়োজন নেই এমন নয়। এখন তো অনেক পরিবারে-আল্লাহ হেফাযত করুন-শ্বশুরের মাধ্যমেও পুত্রবধুদের নির্যাতিত হওয়ার কথা শোনা যায়। তেমনি কিছুদিন আগে পত্রিকায় এসেছিল শ্বাশুড়ি-জামাই বিয়ে এবং এ নিয়ে সালিশ-দরবারের একটি সংবাদ। এসব কথা লিখতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এগুলোই এখন বাস্তবতার অংশ। সুতরাং, সচেতন না হয়ে উপায় নেই।

চার. পর্দানশীন নারীকেও কখনো কখনো পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। চিকিৎসকরা হচ্ছেন আমাদের সমাজের অভিজাত শ্রেণী। তাদের মধ্যে যেমন বিনয়ী ও চরিত্রবান ব্যক্তি আছেন, তেমনি কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। আমরা মুসলিম পর্দানশীন নারী। প্রথমেই আমরা খুঁজব একজন নারী চিকিৎসক। পুরোপুরি পর্দানশীন চিকিৎসক পাওয়া তো মুশকিল, তবে পর্দানশীন নারীদের শ্রদ্ধা করেন, অন্তত ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করেন এমন নারী চিকিৎসক এখনও আছেন। তবে কষ্ট করে তাঁদের খুঁজে নিতে হয়।

আমরা প্রথমেই কেন যাব পুরুষ চিকিৎসকের কাছে? আমার স্বামী দাঁতের চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখেছেন যে, সেখানে সিরিয়াল নিয়ে বেশ কয়েকজন বোরকাপরা নারীও বসে আছেন। অথচ দাঁতের ভালো চিকিৎসা করেন এমন নারী চিকিৎসক দুর্লভ নন।

দাঁতের চিকিৎসায় রোগীকে দীর্ঘ সময় চিকিৎসকের নিকট-সান্নিধ্যে থাকতে হয়। এসময় রোগিনীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক, বিশেষত তরুণী ও যুবতী রোগিনীর ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য।

মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশের একজন দাঁতের চিকিৎসকের কথা সেখানকার পত্র-পত্রিকায় এসেছিল, যিনি প্রায় প্রতিটি রোগিনীর সাথেই অশোভন আচরণ করেছেন। এমনকি সেই সব দৃশ্য গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে তাদের অনেককে অবৈধ সম্পর্কেও বাধ্য করেছেন।

আমাদের দেশেও কি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে না? তো আমরা যারা পর্দা মেনে চলি তাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন। একান্ত অপারগ অবস্থায় যদি পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যেতেই হয় তাহলেও মাহরাম পুরুষকে সাথে নিয়ে চিকিৎসকের সামনে যাওয়া উচিত। কোনো অবস্থাতেই একা যাওয়া উচিত নয়। হাদীস শরীফে কি বেগানা নারী-পুরুষের একান্ত সাক্ষাতকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়নি?

পাঁচ. মোবাইল ফোন এখন আমাদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। একটি মোবাইল নেই এমন মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোবাইল ফোনের কারণে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া ও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। এটা মোবাইলের সুফল। অন্যদিকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মেনে না চলার কারণে মোবাইলের মাধ্যমে অনেক

দুর্ঘটনাও ঘটছে। আমাদের জানাশোনার মধ্যে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার সারসংক্ষেপ হল, এক ভদ্র পরিবারের পুত্রবধু, যার স্বামী মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কর্মরত। স্বামীর সাথে কথা বলার জন্য তার কাছে একটি ফোন ছিল। সেই ফোনেই মিসডকলের মাধ্যমে এক ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় হল। একপর্যায়ে স্বামীর সংসার ও নিজের তিনটি সন্তান রেখে মহিলাটি উধাও হয়ে গেল। এমন ঘটনা তো নতুন নয় তবে পরিবারটি যেহেতু ভদ্র ও মোটামুটি ধার্মিক হিসেবে পরিচিত ছিল তাই গ্রামে তোলপাড় শুরু হল এবং পঞ্চায়েত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল যে, এই গ্রামের কোনো নারীর কাছে মোবাইল ফোন থাকতে পারবে না। যদি কারো কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া যায় তাহলে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোবাইল ফোন ব্যবহার করার বিষয়ে আমরা কিছু সতর্কতা রক্ষা করতে পারি। পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের নাম্বার সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এবং অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন এলে স্বামী বা অন্য কারো মাধ্যমে রিসিভ করাতে পারি। মহিলার কণ্ঠ শুনলেই অনেকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা শুরু করে দেয় সেগুলোর জবাব না দিয়ে চুপচাপ মোবাইল বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আর প্রয়োজনে গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী অনাকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলা উচিত।

ছয়. আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত পীরভক্ত। ভক্তি-শ্রদ্ধা যদি সঠিক মাত্রায় হয় এবং সঠিক পাত্রে হয় তাহলে দোষের কিছু নেই। হক্কানী পীর-মাশায়েখ মানুষকে তাকওয়া-পরহেযগারী শিক্ষা দেন এবং আত্মশুদ্ধির দীক্ষা দেন, সর্বোপরি তাঁরা মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর পথে পরিচালিত করেন। তাই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে ইসলাহ ও সংশোধনের সম্পর্ক রাখা ফায়েদাজনক। তবে চকচকে সবকিছুই যেমন সোনা নয় তেমনি পীর নামধারী ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহওয়ালা নয়। সবকিছুর মতো এখানেও ভেজাল আছে। কিছু প্রতারক আছে, যারা নিজেদেরকে পীর নামে পরিচয় দেয় এবং নারী-পুরুষের সকল সমস্যার সমাধানের গ্যারান্টি দেয়। বলাবাহুল্য, এরা 'পীর' নয়। এদের একটি বড় পরিচয় এরা পর্দা করে না। সকল বয়েসের নারী অবাধে এদের কাছে যায় আর ওরাও নানারকম তেলেসমাতি দেখিয়ে মেয়েদেরকে ফাঁদে ফেলে। বন্ধ্যাত্ব থেকে শুরু করে কত শত রোগের যে তারা সমাধান দেয় তার ইয়ত্তা নেই!

এই পর্দাহীনতার সপক্ষে তারা নানা রকম 'ব্যাখ্যা'ও দিয়ে থাকে। যেমন কেউ বলে, 'পীর হচ্ছে রূহানী পিতা, সুতরাং তার সাথে পর্দা কেন?' কেউ বলে, 'ভিতরের পর্দাই বড় পর্দা, বাইরের পর্দার প্রয়োজন কী?' কিন্তু মনে রাখতে হবে, সকল পীরের বড় পীর কোরআন মাজীদ; সকল মুরশিদের বড় মুরশিদ নবীর সুন্নাহ। সুতরাং কোরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোনো পীরের পীরালি গ্রহণযোগ্য নয়।

তো যারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষায় আগ্রহী তাদেরকে এ সকল ভন্ড প্রতারকদের কাছ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। পর্দা হচ্ছে কুরআনের অকাট্য বিধান। এই বিধান লঙ্ঘনকারী-সে যে পরিচয়ই ধারণ করুক-কোনোভাবেই আল্লাহর খাস বান্দা হতে পারে না। এখানে অসতর্কতার কিছু ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হল। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ ধরনের আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পর্দার বিষয়ে অসর্তকতা প্রদর্শন করা হয়। আমাদের কর্তব্য, ঐ সকল ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া এবং পুরোপুরিভাবে পর্দা মেনে চলার চেষ্টা করা। একমাত্র আল্লাহর বিধানেই রয়েছে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং তাওফীক দান করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

যাদের সাথে পর্দা নেই

মাহরাম পুরুষের সাথে নারীর পর্দা নেই। মাহরাম পুরুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন পুরুষ আত্মীয়, যার সাথে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। যেমন-পিতা, ভাই ইত্যাদি।

আর যে পুরুষের সাথে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা (যেমন-নারীর বোন বা এমন নারীর বিবাহে থাকা, যাদের দু'জনকে বিবাহসূত্রে একত্র করা জায়েয নয়) দূর হওয়ার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয সে হল গায়রে-মাহরাম। তার সাথে পর্দা করা ফরয।

মাহরামের প্রকারভেদ:

সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্ককে শরীয়ত মাহরাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যথা :

ক) বংশীয়/ঔরসজাত সম্পর্ক

খ) দুধ সম্পর্ক

গ) বৈবাহিক সম্পর্ক

১). বংশীয়/ঔরসজাত সম্পর্ক:

নারীর বংশ সম্পর্কিত মাহরাম পুরুষগণ হলেন-

১. পিতা, দাদা-নানা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ। ২. পুত্র, পৌত্র ও তদস্তন পুরুষ। ৩. ভাই-সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়। ৪. ভ্রাতুষ্পুত্র ও তদস্তন পুরুষ। ৫. ভাগ্নে (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে)। ৬. চাচা। ৭.মামা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ

‘তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট।’ (সূরা নূর (২৪) : ৩১)

পুরুষের বংশ সম্পর্কিত মাহরাম নারীগণ হলেন-

১. মা ২. কন্যা ৩. ভগ্নী ৪. ফুফু, ৫. খালা ৬. ভ্রাতুষ্পুত্রী ৭. ভাগ্নী।

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ

‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নী।’ (সূরা নিসা (৪) : ২৩)

২). দুধ সম্পর্ক:

দুধ সম্পর্কের কারণে মাহরাম দুগ্ধপানের কারণেও মাহরাম সাব্যস্ত হয়ে থাকে। দুধ মা, দুধ কন্যা, দুধ বোন ইত্যাদি নারীগণ পুরুষের মাহরাম পরিগণিত হবেন। অনুরূপভাবে দুধ পিতা, দাদা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ, দুধ পুত্র ও তদস্তন পুরুষ, দুধ ভাই ইত্যাদি পুরুষ নারীর মাহরাম হিসেবে গণ্য হবেন। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ

‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, দুধ-মা, দুধ-বোন।’ (সূরা নিসা : (৪) : ২৩)

বিখ্যাত মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-একজন নারী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে সে দুগ্ধ পানকারীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণ সে তার মা। তেমনি দুধমার মেয়ে, বোন হওয়ার কারণে; দুধমার বোন, খালা হওয়ার কারণে; দুধমার মা, নানী হওয়ার কারণে; দুধমার স্বামীর অন্য পক্ষের কন্যা, বোন হওয়ার কারণে; স্বামীর বোন, ফুফু হওয়ার কারণে; স্বামীর মা, দাদী হওয়ার কারণে ঐ শিশুর জন্য হারাম হয়ে যায়। তেমনি দুধমার ছেলে-মেয়ের সন্তানাদিও হারাম হয়ে যায়। কারণ তারা তার ভাই-বোনের সন্তানাদি। -(তাফসীরে কুরতুবী ৫/৭২)

উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ (যিনি আয়েশা (রা.)-এর দুধ চাচা) একবার আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসার পর তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদানের আদেশ করলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার সাথে পর্দা করো না। কেননা, বংশীয় সম্পর্কের দ্বারা যা হারাম হয়, দুধ সম্পর্ক দ্বারাও তা হারাম হয়। -(সহীহ বুখারী ৮/৩৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৪৪; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৪৭; সুনানে নাসায়ী ৬/৯৯)

৩). বৈবাহিক সম্পর্ক:

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হল 'বিবাহ'। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারাও নারী-পুরুষ একে অপরের মাহরাম সাব্যস্ত হয়। নারীর বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষ হল স্বামীর পিতা (শ্বশুর), স্বামীর অন্য পক্ষের পুত্র ইত্যাদি। তেমনিভাবে নিজের শ্বাশুড়ি, স্ত্রীর গর্ভজাত অন্য পক্ষের কন্যা ইত্যাদি নারীও পুরুষের জন্য মাহরাম গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَ رَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, শ্বাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।' (সূরা নিসা : ২৩)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী রাহ. বলেন-

বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম নারী চার প্রকার :

১. স্ত্রীর মা (শাশুড়ি) ২. স্ত্রীর কন্যা ৩. পিতার স্ত্রী (সহোদর মা, সৎ মা) ও ৪. পুত্রবধু। -(তাফসীরে কুরতুবী ২/৭৪)

উল্লেখ্য, শ্বাশুড়ি বলতে স্ত্রীর মা, দাদী-নানী এভাবে উপরের দিকের সকলকে বোঝাবে। তবে স্ত্রীর খালা, ফুফু অর্থাৎ খালা শাশুড়ি, ফুফু-শ্বাশুরি মাহরাম নয়। এদের সাথে পর্দা আছে। একই কথা নারীর ক্ষেত্রে। স্বামীর পিতা, দাদা ও নানার সাথে পর্দা নেই। তবে স্বামীর চাচা, মামা অর্থাৎ চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুরের সাথে পর্দা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে পর্দার বিধান পালন সম্পর্কে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে-

এক. পর্দার বিধান পালন করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করা, যা মু'মিনের জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু’মিন পুরুষ কিংবা মু’মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।’ (সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৬)

দুই. পর্দার বিধান মেনে চলা হচ্ছে ঈমানের দাবি। কেননা আল্লাহ তা’আলা পর্দা-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু ঈমানদার নারীপুরুষকেই সম্বোধন করেছেন।

তামীম গোত্রের কয়েকজন নারী উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা.)-এর নিকট আগমন করল, যাদের পরনে ছিল পাতলা কাপড়। উম্মুল মু’মিনীন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তোমরা যদি মু’মিন নারী হও তাহলে এ তো মু’মিন নারীর পোশাক নয়। আর যদি মু’মিন না হও তাহলে তা ব্যবহার করতে পার।’ (মাআলিমুস সুনান ৪/৩৭৬)

এক নববধুকে উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা.)-এর নিকট আনা হল, যার পরনে ছিল রঙ্গিন কিবতী চাদর। তখন উম্মুল মু’মিনীন (রা.) বললেন, ‘যে নারী এ রকম পোশাক পরিধান করে তার তো সূরা নূরের প্রতি ঈমান নেই।’ -(তাফসীরে কুরতুবী ১৪/২৪৪)

তিন. পর্দাপালন হল সতর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক লাজুক ও পর্দাশীল। তিনি লজ্জা ও পর্দাকে পছন্দ করেন। -(আবু দাউদ, হাদীস : ৪০১২, ৪০১৩; সুনানে নাসাঈ ১/২০০; মুসনাদে আহমদ ৪/২২৪)

আল্লাহ তা’আলা পিতা আদম ও হওয়া (আ.)-এর প্রতি পর্দার নিয়ামতকে বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى

‘তোমার জন্য এ-ই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগ্নও হবে না।’ (সূরা ত্বহা (২০) : ১১৮)

অন্যত্র আল্লাহ তা’আলা বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ

‘হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।’ (সূরা আ’রাফ (৭) : ২৬)

চার. পর্দা হল নারী-পুরুষ উভয়ের হৃদয়ের পবিত্রতার উপায়। স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা তা ঘোষণা করেছেন।

পাঁচ. পর্দা হল ইফফাত তথা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উপায়। এই ইফফত ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু’আর অংশ। তিনি দু’আ করতেন - أسألك الهدى والتقى অন্য রেওয়ায়েতে, إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والعفة

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি হেদায়েত, তাকওয়া ও ইফফত (চারিত্রিক পবিত্রতা)। -সহীহ মুসলিম (কিতাবুয যিকর; জামে তিরমিযী (দাওয়াত অধ্যায়); ইবনে মাজাহ (দুআ অধ্যায়); মুসনাদে আহমদ ১/৪১১, ৪১৬ ও ৪৩৬

এই পবিত্রতা হচ্ছে জান্নাতী নারীদের একটি গুণ। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, তারা নির্ধারিত গৃহে অবস্থান করবে এবং নিজ স্বামী ছাড়া অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তো তাদের সৌন্দর্যের পাশপাশি তাদের পবিত্রতারও প্রশংসা করেছেন।

সুতরাং, রূপ-সৌন্দর্যের সাথে যদি ইফফাত ও সতীত্ব থাকে তবে এরচেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?!! আর পর্দাই হল সতীত্ব রক্ষার উপায়।

ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর স্থান

ইসলামের পূর্বে, জাহেলিয়াতের যুগে সমগ্র বিশ্বের জাতি সমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাব-পত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না। অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা জিনিসের অধিকারীণী হতো না। বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিস পত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন।

কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ দখল করার সামান্য অধিকারও তাদের ছিল না।

তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি, যে ভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে, তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যে সব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সে সব দেশেও এমন কিছু লোক ছিল যারা নারীর মানব সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত বন্দেগী কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই।

সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা কিংবা জীবিত কবর দিয়ে দেয়াটাকে কৌলিণ্যের ধারক মনে করা হতো।

অনেকের ধারণা ছিল নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির প্রচলিত নিয়মানুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় আরোহণ করে আত্মাহুতি দিতে হত।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়তের পূর্বে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে কিন্তু শুধুমাত্র সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মোটকথা সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে তা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও লোমহর্ষক।

ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে যুক্তি সঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হতো না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে।

মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষের উপর ফরয করে দিয়েছে।

বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি তিনি পিতাও হন তবুও কোন প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রী লোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমন কি স্ত্রী লোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে।

সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষেই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু হলে বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন। কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। তেমনি অংশীদার হয় যেমন হয় পুরুষেরা, তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও ইসলাম ধর্মে ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে।

স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে। অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। এসব অধিকারই ইসলাম নারীকে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার স্লোগান বা নারীকে সমান অধিকার প্রদানের নামে পুরুষের পাশাপাশি এনে দাঁড় করানো, এটাকে ইসলাম কখনও সমর্থন করে না।

বরং, এটাকে জাতি ও সমাজের অধঃপতনের কারণ বলে মনে করে।

নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছে। তাই বলে তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়াও নিরাপদ নয়।

সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী, তাছাড়া স্ত্রী লোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ।

এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকম ফেৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধে।"

অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার।

ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ নারী জাতিকে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তু হিসাবে গণ্য করে যে ভুল করেছিল আজ মুসলমানদের পতনের পর সেই জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে।

এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আরেকটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেৎনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, সে বর্বরতার যুগকেও হার মানিয়েছে। যে জাতিগুলি নারী সমাজকে এক সময় মানুষ বলেও গণ্য করতে রাজি ছিল না, সেই জাতিগুলিই আজ এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়া হচ্ছে। যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। যতদিন যাবৎ আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন না করা হবে ততদিন যাবৎ এ ধরনের ফেৎনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলেছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফেৎনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেটা বন্ধ করার কেউ নেই।

আজ যদি ফেৎনা-ফাসাদের মূল কারণ উদঘাটন করার জন্য নিরপেক্ষ কোন তদন্ত পরিচালনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণ নারী জাতির বেপরোয়া চাল চলন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব বড় বড় বুদ্ধিমান, দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ইসলাম প্রকৃতিগতভাবে স্ত্রী জাতির আসল কর্মস্থল ঘরকে সাব্যস্ত করেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَقَرْنَ فِي تسويكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الاحزاب(٣٣)

"আর তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-জাহেলিয়াতের যুগের মত নিজেরদেরকে প্রদর্শন করবে না।" (সুরা আহযাব-৩৩)

মনুষ্য জীবনে কাজের দু'টি ময়দান রয়েছে, একটি হচ্ছে গৃহস্থালী কাজের ময়দান আর অপরটি গৃহের বাইরের ময়দান। ইসলাম গৃহাভ্যন্তরের কাজের দায়িত্ব নারীদেরকে দিয়েছে

এবং গৃহের বাইরের কাজ পুরুষের উপর অর্পণ করেছে। এটা একটা প্রাকৃতিক বণ্টন এবং জন্মগত দায়িত্ব, যা উভয়ের মেধা মস্তিষ্ক, শরীর ও স্বাস্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্দর মহলে নারী জাতি যে দায়িত্ব সম্পাদন করে এবং ইসলাম তাদেরকে অন্দর মহলে যে জিম্মাদারী সোপর্দ করেছে তার গুরুত্ব বাইরের জনসেবা, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকমূলক কর্মকান্ডের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

পর্দাহীনতার পরিণতি

মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটনসহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে।

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পণে।
মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। তাদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে। -(বায়হাকী: ১৩২৫৬)

তাই আমরা বলতে পারি যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এমনকী অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে লা'নত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা.) লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে। -(আবু দাউদ: ৪০৯৭)

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে তাদের দেখা যাবে)।

এক. এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, আর সেই চাবুক দিয়ে তারা (অন্যায়ভাবে) মানুষকে প্রহার করবে।

দুই. এমন নারী, যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন। তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়। -(মুসলিম: ৫৪৪৫)

এ হাদীসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

এ বিষয়টি অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এক. পিতা-মাতার অবাধ্যকারী।
দুই. দাইয়ুস। (অর্থাৎ এমন পুরুষ, যে তার অধীনস্ত নারীদেরকে পর্দায় রাখে না)।
তিন. পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করা নারী। (অর্থাৎ বেপর্দা নারী)। -(মুসতাদরাকুল হাকিম: ২৪৪)

এ হাদীস থেকে পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই জান্নাত প্রত্যাশী কোনো নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের অধীনস্ত নারীদের পর্দায় রাখার চেষ্টা করে না, তাদের জন্যও অনুরূপ পরিণতি।

ইসলামী বিধান থেকে ফিরে যাওয়ার পরিণতি

ইসলাম জীবন চলার জন্য মানুষকে দিয়েছে এক অমোঘ বিধান, যা অভিজ্ঞতার আলোতে পরীক্ষিত। মানুষ খোদা প্রদত্ত এই জীবন বিধান থেকে যখনই দূরে সরে যাবে তখনই পদে পদে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। যার ফলে মানুষ আবার সেই পথে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। এটাও একটা বাস্তবতা যে, যে সব সন্তানেরা পিতা-মাতার শাসনে বেড়ে উঠতে পারে না তাদের বেশীর ভাগই ভুল পথে পা বাড়ায়। তারা অপরাধ জগতে বিচরণ করতে শুরু করে। আজ ঐসব পাশ্চাত্য দেশগুলিতেই অল্প বয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং সাধারণত ঐসব সন্তানদেরকেই অপরাধের সাথে জড়িত পাওয়া গেছে যারা পিতা-মাতার লালন-পালন থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

মনস্তত্ববিদদের অভিমত হচ্ছে যে, মানুষের মধ্যে বেপরোয়া স্বভাব, স্বার্থপরতা, অপরাধ-প্রবণতা এবং হীনমন্যতায় ভোগার কারণ হচ্ছে, তারা শৈশবে স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পেরেশানীর মধ্যে কাটায়। দুনিয়াতে শুধু পিতা-মাতার মধ্যেই এই আবেগ এবং আশা থাকে যে, তার সন্তান তাদের চেয়েও বেশী সফলতা অর্জন করুক।

অনুরূপ ভাবে পরিবারের ঐ সমস্ত ব্যক্তি যার সাথে তার অতি নৈকট্য বা রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারা ঐ সন্তানের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিশীল এবং হিতাকাংক্ষী হয়। যারা অন্তর দিয়ে কামনা করে যে, এ শিশু জীবনে উন্নতি করুক। এভাবে শিশু তার পারিবারিক গন্ডিতেই এমন একটি পরিবেশ পায়, যা তার সুষ্ঠু বিকাশ এবং চারিত্রিক ও ব্যক্তিক উন্নয়নের জন্য বুনিয়াদ হিসাবের কাজ করে।

এই জন্যই ইসলাম নারী জাতিকে এই খেদমতের জন্য মুক্ত করে দিয়েছে এবং তার সমস্ত চাহিদা পুরণের দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পন করেছে।

পুরুষকে দায়িত্ব দিয়েছে যে, সে নারীর খাদ্য, বস্তু, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা করবে, যাতে করে যে নিশ্চিন্ত মনে সন্তান লালন-শালন এবং গৃহের ব্যবস্থাপনা ঠিক রাধতে পারে। নারী বাইরের কাজের জন্য ঘর ছাড়লে তার বাচ্চা রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াবে, বখাটেদের সাথে মিশে বখাটেপনা শিখবে, আর ঘরের কাজকাম চাকর বাকরের দয়ার উপর ন্যস্ত হবে। সে সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলবে, তাই ইসলামের দৃষ্টিতে নারী জাতি পরিবার আর নতুন প্রজন্মের রাজমিস্ত্রি।

পর্দাহীন সমাজের পরিনতি

পর্দাহীনতা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা সমাজে কেমন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বস্তুতে পরিণত করেছে তা আমরা আমাদের চারদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিবাহ-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি সবকিছুর পেছনেই একটি প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা।

যদিও ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে না বুঝার কারণে কেউ কেউ একে পশ্চাৎপদতা, সেকেলে, নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের পন্থা, উন্নয়নের অন্তরায় এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। মূলত এই ভুল বুঝাবুঝির জন্য মুসলিম-বিশ্বের কতিপয় এলাকায় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার অপপ্রয়োগ আর পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকাই দায়ী।

পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি একটা কুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা হয়। আর তাঁদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এই অঞ্চলেও অনেকে পর্দা-প্রথা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। একজন খ্রীষ্টান 'নান' বা 'ধর্মজাজিকা' যখন লম্বা গাউন আর মাথা-ঢাকা পোশাক পড়ে থাকেন তখন তা আর পশ্চাৎপদতা, উন্নয়নের অন্তরায় বা নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের প্রয়াস বলে বিবেচিত হয় না। বরং তা শ্রদ্ধা, ভক্তি বা মাতৃত্বের প্রতীক রূপেই বিবেচিত হয়।

নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের যে-নির্দেশ ইসলাম দেয়, তা কোনো ভাবেই প্রাচীন অন্ধকার যুগের সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত নয়।

পর্দাহীনতা আভিজাত্য না অশ্লীলতা ?

অশ্লীলতা আর বেহায়াপনা আজ পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। অপসংস্কৃতি বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় মানব সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। যুব সমাজ আজ ধ্বংসের পথে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিণতিতে কিশোরী যুবতী আর তরুণীরা হারিয়ে ফেলছে তাদের কুমারী সতীত্ব। ব্যভিচারের কুফল স্বরূপ অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ আজ অচল হবার উপক্রম। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, যথেচ্ছা উপভোগ করছে নারী সমাজকে।

ইসলাম নির্দেশিত পর্দা প্রথাকে তারা বর্বরতা আখ্যা দিয়ে বাভিচারের পথ সুগম করে দিয়েছে। তাদের দাবী ইসলাম নাকি নারী জাতিকে উপযুক্ত মর্যাদা আর স্বাধীনতা না দিয়ে পর্দার আবরণে গৃহবন্দী করে রেখেছে। যার কারণে দেশে আজ উন্নতির ব্যাঘাত ঘটছে। তাই নারী জাতিকে আজ পর্দার আবরণ ছিড়ে ফেলে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন সংগ্রামে কাঁপিয়ে গড়তে হবে। তাদের এই অযৌক্তিক দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে মাঠে নেমেছে মুসলমান নামধারী নাস্তিক মুরতাদ আর এনজিওরা। অবুঝ নারীরাও মনে করছে পর্দা প্রথা উচ্ছেদ করতে পারলে ফিরে আসবে। আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা। কিন্তু ভুলে গেছে তারা নারী জাতির ইতিহাস।। ইসলামের ইতিহাস।

নারী জাতি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে? শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরীমায় তারা পুরুষকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। একথা প্রমাণ করে গেছেন পূর্ববর্তী যুগের পর্দানশীণ মহিলারা।

পর্দাকে যারা বন্দীত্ব বলেন তাদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা "সে যুগের পর্দানশীণ নারী জাতির মোকাবিলায় এ যুগের বেপর্দা বেহায়া নারী সমাজ কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে?" বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সে যুগের নারী সমাজের তুলনায় এ যুগের নারীরা ইসলামী শিক্ষাকে বর্জন করে এক শতাংশও সুখী হতে পারেনি। কেননা নারী সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হলো তাদের সতীত্ব। এই সতীত্ব রক্ষার জন্য নারী স্বীয় জীবন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু সভ্যতার এই মুখে নারী জাতীর এই সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনী খেলা চলছে। ঘর থেকে একা বের হলেই পদে পদে সংশয় না জানি কখন কি ঘটে যায়! পাত্র-পত্রিকা সাময়িকী খুললে চোখে পড়ে বিভিন্ন পন্থায় নারী নির্যাতনের বিভৎস চিত্র।

এরই নাম কি নারী মুক্তি? এরই নাম কি নারী স্বাধীনতা? তাই যদি হয় তাহলে এমন স্বাধীনতার প্রতি শত ধিক্।

পর্দা নারীর জন্য অভিশাপ নয়

নারীরা আজ পর্দা প্রথাকে অভিশাপ মনে করছে, তারা পুরুষের মত সমান অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হচ্ছে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নতিতে অংশ নিতে চাচ্ছে। জগৎবাসীর সামনে তারাও নিজেদের কিছুটা কৃতিত্ব দেখাতে চায়। খুব ভাল কথা। কিন্তু সেটা পর্দার ভিতরে থেকে করা যায় না, সে কথা তারা কোথায় পেল? পর্দা প্রথা কি সত্যিই উন্নতির

জন্য প্রতিবন্ধক? পর্দা প্রথা তুলে দিলে কি নারী তার যথার্থ মর্যাদা ফিরে পাবে? পারবে কি সে সুখী সুন্দর জীবন যাপন করতে?

এই যদি হয় তাহলে চলুন পাশ্চাত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। নেই পর্দার কোন বাধ্যবাধকতা। সেখানের নারীরা কতটুকু সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে, জীবনের নিরাপত্তা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে।

পশ্চিমাদের পরিনতি :

তথাকথিত প্রগতি, নারী-স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কী দান করেছে।

বর্তমান যুগে, বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে নারীকে তাঁর নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে তাল-মিলিয়ে এবং অনেকক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিই কি নারী লিঙ্গ-বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে? 'কলঙ্কময় অতীতের' নিগ্রহ ও দমন-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? তথাকথিত নারী-স্বাধীনতা কি নৈতিকতা সম্বৃদ্ধ শান্তি পূর্ণ একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? সত্যিই কি নারী প্রকৃত সামাজিক ন্যায়-বিচার লাভে সমর্থ হয়েছে? আমরা যদি বর্তমান পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে: 'না'।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখিন। তাই পারিবারিক প্রথা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। নারী-নির্যাতন, শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাসক্তি, কুমারী-মাতৃত্ব বা single mother, ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য-সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। কেবল পাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয়, আজ আমাদের সমাজেও এ-সকল ব্যাধির ক্রমশ সংক্রমণ ঘটছে। বাহ্যিক চাকচিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ করতে পারলেই আমরা সেই অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো দেখতে পাই।

প্রচলিত সাধারণ ধারণায় বিংশ শতাব্দি, বিশেষ করে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই সময়ে বিশ্বে নারী-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা পঁচিশ ভাগ। এ বিষয়ে এখানে কয়েকটি জরিপের উল্লেখ করা হলোঃ

(১) গর্ভপাত:

১৯৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডে গর্ভপাতকে বৈধতা প্রদান করার পর সেখানে কেবল রেজিস্টার্ড গর্ভপাতের ঘটনাই বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ। এর মধ্যে মাত্র শতকরা একভাগ (১%) স্বাস্থ্যগত কারণে আর বাকী ৯৯%-ই অবৈধ গর্ভধারণের কারণে ঘটেছে। ১৯৬৮ সালে যেখানে ২২,০০০ রেজিস্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো হয় সেখানে ১৯৯১ সালে এক লক্ষ আশি হাজার আর ১৯৯৩ সালে তা দাঁড়ায় আট লক্ষ উনিশ হাজারে। এর মধ্যে পনের বছরের কম বয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন হাজার। এটা তো গেল যুক্তরাজ্যের অবস্থা। এখন আসুন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সেখানকার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। রেজিস্টার্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র ১৯৯৪ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে দশ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয়। The Alan Guttmachere Institute নামের একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের মতে প্রকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা উক্ত সংখ্যার তুলনায় ১০%-২০% বেশি। এক্ষেত্রে কানাডার পরিস্থিতি কিছুটা 'ভালো'। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক। তবে জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুন । অর্থাৎ, জাপানে প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ রেজিস্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো হয়ে থাকে। তথাকথিত সভ্য-জগতে 'ইচ্ছার স্বাধীনতা'-র জন্য বিগত ২৫ বছরে এক বিলিয়ন অর্থাৎ, দশ কোটিরও অধিক ভ্রুণকে হত্যা করা হয়। উক্ত সংখ্যা কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড পরিসংখ্যান থেকে নেয়া হয়েছে । প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ। 'বর্বরযুগে' কন্যা-সন্তানদের হত্যা করা হতো অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু আজ তথাকথিত সভ্য-জগতে ব্যাভিচার, অবৈধ-মিলন আর অনৈতিকতার চিহ্ন মুছে ফেলতে এইসব হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। এ-সবই হলো বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল।

(২) ধর্ষণ:

ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী এ-বিষয়ে রিপোর্ট করে না। ফলে, যে-সংখ্যা পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক বেশি ঘটে। ব্রিটিশ পুলিশের মতে ১৯৮৪ সালে, এই এক বছরে, বৃটেনে ২০,০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক নিগ্রহ এবং ১৫০০ (পনের শ') ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। The London Rape Crisis Center -এর মতে বৃটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। ১৯৯৪ সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২,০০০ হাজারে। উক্ত সংস্থার মতে "If we accept the highest figures, we may say that, on average, one rape occurs every hour in England." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি

সবচাইতে ভয়াবহ। এখানে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। সে সংখ্যা জার্মানীর সংখ্যার চাইতে চারগুণ, বৃটেনের চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে প্রায় বিশগুণ বেশি। সবচাইতে উদ্বেগজনক এবং বাস্তবতা এই যে, ৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬% নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা। National Council for Civil Liberties নামক সংস্থার মতে ৩৮% ক্ষেত্রে পুরুষ তাঁর অফিসিয়াল ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ করে থাকে। আর ৮৮% মহিলা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে থাকেন। এই হলো তথাকথিত উন্নত ও নারী-স্বাধীনতার দাবীদার দেশগুলোর অবস্থা।

(৩) বিবাহ-বিচ্ছেদ:

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিবাহপূর্ব সহবাস এবং 'Live Together' -এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০ সালে জন্ম গ্রহণকারী বৃটেনের নারীদের প্রায় অর্ধেক প্রাক-বিবাহ সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর পক্ষে তাঁদের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে নর-নারী একে অপরকে ভালোভাবে জানতে পারে এবং এর পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা স্থায়ীত্ব লাভ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে, ১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ আট হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় এগার লক্ষ পঁচাত্তর হাজারে। পক্ষান্তরে, বিবাহের হারে তেমন কোনো উল্ল্যেখযোগ্য-সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি।

(৪) কুমারী-মাতৃত্ব ও একক-মাতৃত্ব:

পশ্চিমা-বিশ্বের তথাকথিত "নারী স্বাধীনতার" আরেক অভিশাপ হলো 'কুমারী-মাতৃত্ব'। বৃটেনে এক জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় দুই লক্ষ পনের হাজারে। ১৯৯২ সালে জন্ম নেওয়া শিশুদের ৩১% ছিল অবিবাহিতা মাতার সন্তান। এই অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের মধ্যে আড়াই হাজারের বয়স ১৫ (পনের) বছরের নীচে। বৈধ বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর তুলনায় অবৈধ শিশুর জন্মের হারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা একক-মাতৃত্বের (single mother)

উপর। নারীর উপর কুমারী-মাতৃত্বের এই দায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী-নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ।

(৫) মদ্যপান ও ধুমপান:

পশ্চিমা ধাঁচের নারী-পুরুষের সমানাধিকার নারী সমাজের মধ্যে অনেক মন্দ অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে। একসময় মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল পুরুষের বদঅভ্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু আজ নারীও তাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। The Sunday Times – এর এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারীরা "নির্দ্ধারিত মাত্রার" চাইতে অধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা এবং পরিমাণ পুরুষের সমান সমান।

(৬) বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফীতে:

তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং পর্নোগ্রাফীতে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয়। সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়,

"আমেরিকার মেয়েরা যৌন-আবেদনময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় হচ্ছে। তাঁদের সামনে যেসব পণ্য ও ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তাঁরা যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মার্কিন সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধাণ প্রধাণ প্রচার-মাধ্যমে মহিলা ও তরুনীদের যৌন ভোগ্য-পণ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন (এপিএ) টাস্ক ফোর্স অন দ্যা সেক্সুয়ালাইজেশন অব গার্লস-এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে একথা বলা হয়। রিপোর্টের প্রণেতাগণ বলেন, টিভি-শো থেকে ম্যাগাজিন এবং মিউজিক-ভিডিও থেকে ইন্টারনেট পর্যন্ত প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেই এই চিত্রই দেখা যায়। প্রণেতাদের মতে, যৌনরূপদান তরুনী ও মহিলাদের তিনটি অতি সাধারণ মানসিকস্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হলো **পেটের গোলযোগ**, **আত্মসম্মানহানিবোধ** এবং **মনমরা ভাব**।

লিজ গুয়া নামের একজন মহিলা বলেন, তিনি তাঁর ৮ (আট) বছরের মেয়ে তানিয়ার উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে অসুবিধায় রয়েছেন। প্রায়ই সেগুলো খুবই আঁটসাঁট, নয়তো খুবই খাটো।

যৌন-আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়। (**দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭**)

এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা-জগতের ঘুনেধরা সমাজের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাস্তবচিত্র তার চাইতেও আরো অনেক বেশি ভয়াবহ। অর্থনৈতিক চাকচিক্য আর প্রযুক্তিগত উন্নতির আড়ালে তথাকথিত 'আধুনিক' বিশ্বের সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় আজ ধ্বস নেমেছে।

নারী-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে ভোগের সামগ্রী হিসাবে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় পর্দাসহ ইসলামের যাবতীয় প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ অনুসরণ।

পর্দাহীন ইউরোপের করুণ পরিণতি

আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেখানে নারী জাতি কি দুরাবস্থার মধ্যে আছে। ১২ বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে
৭০ বছরের বৃদ্ধারা পর্যন্ত প্রতি বছর বে-আইনী গর্ভপাত করে চলেছে।

অবৈধ জারজ সন্তানের সংখ্যা সেখানে প্রতি বছর ১০ লক্ষাধিক, আদালতের খবর নিলে দেখা যাবে সবচেয়ে বড় সমস্যা সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ। অবাধ মেলামেশায় সেখানের পরিবেশ আজ কলুষিত। অধিকাংশ যুবক যুবতী আজ যৌন রোগে আক্রান্ত। পশ্চিমা দেশসহ সারা বিশ্বে আজ নারী নিছক ভোগ এবং বিজ্ঞাপনের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা তথা যৌনবাদীরা লোভি কুকুরের মত নারীর যৌবন উপভোগ করার বিভিন্ন উপায় বের করেছে। শাড়ি, গাড়ি, জামা-জুতা, ব্লেড-ছাতা, বিস্কুট থেকে শুরু করে সুই-সুতা পর্যন্ত সব ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপনে উলঙ্গ নারী চিত্র, তাদের অপূর্ব ভঙ্গিমা, বিচিত্র হাসি, নগ্ন রঙ্গ সে গুলিকে বেশী প্রাণবন্ত করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে সব জিনিস শুধুমাত্র পুরুষরা ব্যবহার করে থাকে সেখানেও নারীর ছবি। স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে ঘর থেকে বাইরে এনে ইজ্জত লুন্ঠন করছে হায়েনার দল। ১৯৯৫ সালে ফ্রান্সের মেডিকেল বোর্ড ঘোষণা করেছে সেদেশে একজনও সতী নারী নেই এবং এজন্য তারা গর্বিত। আমেরিকায় কয়েক মিনিটের ব্যবধানে একেকজন নারী ধর্ষীতা হচ্ছে। বৃটেনে ১৯৮১ সালে ১৯ হাজার যৌন অপরাধ সংঘটিত হয়। সেখানে প্রতি

দশে একটি করে জারজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সব শিশু ভূমিষ্ট হয়, তাদের প্রতি আটটির একটিই জারজ।

এ রাজ্য দু'টিতে বছরে লক্ষ লক্ষ রমনী বিয়ে ছাড়া গর্ভবতী হয়। সভ্যতার দাবীদার আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের আইন উপদেষ্টার ছেলে তার আপন মাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। এবং যাতে চেনা না যায় সেজন্য এসিড নিক্ষেপ করে তার মুখ ঝলসে দেয়। নারী স্বাধীনতার পীঠস্থান পাশ্চাত্যে নারীর কর্ম শ্রান্ত শরীরটা যে কোথায় বিশ্রামের জন্য রাখবে, সেটাও বড় সমস্যা।

নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বাস্তবতা

পরিশেষে আমরা পশ্চিমাদের নারী স্বাধীনতার বুলিকে জ্ঞান ও বিবেকের নিরীখে একটু যাচাই করে দেখব যে, তার মধ্যে কতটুক যথার্থতা রয়েছে। উভয় শ্রেণীর মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য তা এমনই একটা উজ্জল আর স্পষ্ট জিনিস যা একজন মোটা বুদ্ধির মানুষ এমন কি একটা বাচ্চাও অনুধাবন করতে সক্ষম। কোন এক গুঁয়ে মানুষই শুধু এটাকে অস্বীকার করতে পারে। পুরুষ শারীরিক দিক দিয়ে সবল এবং সুঠাম, নারী তার তুলনায় দুর্বল ও নাজুক। নারীর সাথে হায়েজ, নেফাস, গর্ভ, দুগ্ধদান ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস জড়িত। পক্ষান্তরে পুরুষ এসব থেকে পবিত্র। তাহলে উভয়কে বরাবর কি ভাবে বলা যেতে পারে?

পুরুষের মত নারী প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বছর একভাবে কাজ করতে পারে না। তারা যদি চায় যে, পুরুষের মত তারাও মাসের ত্রিশটি দিন একাধারে কাজ করবে তাহলে তাদের সে আশা পূর্ণ হবে না। কেননা নারী জনিত সমস্যা তার সব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং বাইরের জগতে তাকে প্রতি পদে পদে নিজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হবে। তাহলে সে সেই মোকাবেলার ময়দানে কিভাবে সফলতা লাভ করবে?

সমানাধিকারের প্রবক্তারা তাদের দাবীর প্রমাণ হিসাবে ইউরোপিয়ান দুই প্রফেসর ফ্রাশন এবং মেতান জাজুর বক্তব্যকে খুব জোরালো ভাবে উপস্থাপন করে থাকে, অথচ অন্যদিকে ইউরোপিয়ান অন্যান্য বিখ্যাত পণ্ডিত, অধ্যাপক, দার্শনিক, যাদের অবদান পাশ্চাত্য সভ্যতায় অপরিসীম তারা এর উল্টা বলেন।

তারা বলেন যে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি হাত-পা, চোখ, নাক, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শিরা-উপশিরা, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি সর্বদিক দিয়েই বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এ সমস্ত জিনিষের মধ্যে পুরুষেরা নারীর তুলনায় অনেক শীর্ষে। আর এই পার্থক্য শুধু মানুষের উভয় শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতার উভয় শ্রেণীর মধ্যেও বিদ্যমান। পুরুষ পশু শক্তি-সামর্থ, শৌর্য-বীর্যের দিক দিয়ে স্ত্রী পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। অনুরূপ ভাবে পুরুষ তরুলতা স্ত্রী তরুলতার চেয়ে ভারী এবং বড়।

এ পার্থক্য প্রাকৃতিক, যেটাকে অবহেলা করা যায় না। মানুষের উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই প্রাকৃতিক এবং অস্বাভাবিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকাটাই স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত যে, উভয় শ্রেণীকে আলাদা আলাদা কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জন্যই ইসলাম তাদের এই সৃষ্টিগত এবং শারীরিক পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই উভয় শ্রেণীর দায়িত্বে আলাদা আলাদা কাজ অর্পন করেছে। গৃহের ব্যবস্থাপনা, সন্তানের লালন-পালন এবং মাল-আসবাবের হেফাজতের দায়িত্ব মহিলার উপর ন্যস্ত করেছে। কেননা স্রষ্টা তাকে সে ধরনের মন-মানসিকতা আর শরীর স্বাস্থ্য দিয়ে তৈরী করেছেন।

আর জীবন সংগ্রামের কঠিন ময়দান তথা চাকুরী, ব্যবসা, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্র পরিচালনা, দেশ রক্ষা ইত্যাদির দায়িত্ব পুরুষকে দেয়া হয়েছে। তাই তাকে সে রকম শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা, সাহসকিতা দিয়েই তৈরী করা হয়েছে। এটি একটি কুদরতি বণ্টন যার উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমল হয়ে আসছে।

মহিলারা অনেক বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজা, বাদশা বিচক্ষণ সেনাপতির জন্ম দিতে পারেন, তাদের যথাযথ প্রতিপালন করে তাদেরকে এসব খেদমতের যোগ্য ব্যক্তি রূপে গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তারা শত চেষ্টা করেও সফলকাম বাদশা, বিচক্ষণ সেনাপতি, দূরদর্শি রাজনীতিবিদ হতে পারেন না।

পক্ষান্তরে পুরুষ যত বড় যুদ্ধ জয়ী হোক না কেন, বাইরের ভার যত দবদবা থাকুন না কেন, ঘরের অংগনে তাদের সে সব বাহাদুরী কোন কাজে আসে না এবং তারা সন্তানের লালন-পালন করতে পারে না।

মহিলারা সামান্য কষ্টক্লেশ করে কিছুটা হলেও পুরুষালী কাজ করতে গারে। কিন্তু পুরুষরা হাজার চেষ্টা করেও সন্তান জন্ম দেয়া আর লালন-পালনের কাজ করতে পারবে না।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা একটি প্রাকৃতিক-ব্যবস্থা যেখানে উভয় শ্রেণীর যোগ্যতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। তাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষা রাখা হয়েছে এবং উভয়ের ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সাথে সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানো হয়েছে। যদি এই প্রতিবন্ধককে তুলে দিয়ে। পুরুষের মত মহিলাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া হয় তাহলে পর্দার পাবন্দি আর থাকবে না। উভয় শ্রেণীর লাগামহীন মেলামেশা কুপ্রবৃত্তিকে উস্কে দেবে। সমাজে যিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, সুখের সংসারে আগুন লাগবে। এমতাবস্থায় কেউ-ই একাগ্রতার সাথে জাতি ও সমাজের কাজে মন বসাতে পারবে না। অন্তর ও দৃষ্টির পবিত্রতা, ইজ্জত-আব্রু, আর সতীত্ব তখন ডুমুরের ফুল হয়ে দাঁড়াবে।

পারিবারিক বন্ধন শিথিল হবে, সন্তান মায়ের স্নেহ-মমতা থেকে মাহরুম হয়ে যাওয়ার কারণে রাস্তায় রাস্তায় লম্পটগিরী করবে। অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, যা দেশ ও জাতির মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাড়াবে। নতুন প্রজন্মের বখে যাওয়া পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়া, অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাওয়া দেশ ও জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

প্রকৃতি বিরোধী সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে পশ্চিমা সমাজ আজ এসব সমস্যার অতলে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং অধঃপতনের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিষময় ফলাফল সামনে আসার পর এখন তাদের বোধোদয় হচ্ছে। তারা এখন পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, তাদের অনেক কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা পারিবারিক ব্যবস্থাকে মজবুত এবং মহিলাদেরকে তাদের প্রাকৃতিক দায়িত্বে ফিরে যেয়ে সন্তানের দেখাশুনা এবং দাম্পত্য জীবন-যাপন, স্বামী-স্ত্রীর হক আদায়, পিতা-মাতার আদর সম্মান এবং তাদের খেদমতে ফিরে যাওয়ার প্রতি জোর দিচ্ছেন।

ইসলামী জীবন দর্শনের এটা একটা প্রশংসিত কানুন যে, সে কারো প্রকৃতিকে বদলে দিতে চায় না। মানুষের উভয় শ্রেণীর মধ্যে যতটুকু সমতা রয়েছে ইসলাম ততটুকু সমানাধিকার দিয়েছে এবং যে যে ক্ষেত্রে স্বয়ং তাই তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন ইসলাম সে পার্থক্যকে বজায় রেখে।

মনুষ্য সত্যতায় পুরুষের অবদান যতটুকু, নারীর অবদান তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। বাইরের কাজের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব যতটুকু, পারিবারিক কাজ এবং ঘরের দেখা

শুনার গুরুত্ব তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ না। নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, এই উত্তর শ্রেনীকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। স্রষ্টা যদি উভয় শ্রেণীর দ্বারা একই ধরনের কাজ নিতে চাইতেন তাহলে তাদেরকে এ রকমই তৈরী করতেন। তাদের মধ্যে এত বিস্তর ব্যবধান হতো না। সুতরা উভয়ের জন্য একই কর্মস্থল নির্দিষ্ট করা সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যহত করার শামিল। স্রষ্টার কানুন ঘোষণা করছে যে, (হে মানুষেরা) প্রাকৃতিক কানুন তার নিজের জায়গায় বহাল থাকবে। তার মধ্যে পরিবর্তনের জন্য তোমরা খামাখা কষ্ট করো না।

আমাদের পূর্বে যারা এই ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সুতরাং, যারা নারী জাতি তথা মানব সমাজের উন্নয়ন চান তাদেরকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে। হেকমতের সাথে আবার মহিলাদেরকে তাদের কর্মস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। আজ মুসলিম নারীদের উচিৎ হবে তারা যেন পাশ্চাত্যের এই ফাঁকা বুলিতে ভেসে না যেয়ে পাশ্চাত্যের সামাজিক বিষফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেননা নারী স্বাধীনতা তথা সমানাধিকারের এই চটকদার বুলি এমনই এক ঘাতক যা সমাজকে উন্নতির পথে না নিয়ে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিবে।

নারী স্বাধীনতা না প্রবঞ্চনা? সৃষ্টির রহস্য স্রষ্টাই জানেন

পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে আজ সর্বত্র এই প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে যে, পর্দার হুকুম দিয়ে ইসলাম মহিলাদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদেরকে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু এসব প্রোপাগাণ্ডার কারণ হলো তারা আসলে নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই অবগত নয়। কেউ যদি একথার উপর ঈমান রাখে যে, এই বিশ্বকে আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন, মানুষকেও আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন, নারী পুরুষকে আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তার উচিৎ হবে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের নিকট থেকেই জেনে নেয়া যে, তিনি পুরুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন? নারীকে কেন সৃষ্টি করেছেন? এই উভয়ের সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্যই বা কি? আর কেউ যদি এসব কথার উপর ঈমানই না রাখে তাহলে তো তার ব্যাপারে আর কোন কথাই নেই।

পশ্চিমা ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে আজ এই শ্লোগান খুব জোরে শোরে দেয়া হচ্ছে যে, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীকেও কাজ করতে হবে। কিন্তু তারা এটা চিন্তা করে না যে, নারী পুরুষ উভয়কে যদি একই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হতো তাহলে উভয়ের শারীরিক গঠনের মধ্যে এত তারতম্য কেন?

পুরুষের গঠন প্রণালী ভিন্ন, নারীর গঠন প্রণালী ভিন্ন, পুরুদের মেজাজ আলাদা, নারীর মেজাজ আলাদা, পুরুষের যোগ্যতা আর নারীর যোগ্যতার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আল্লাহ তা'আলা উভয়কে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, উভয়ের গঠন প্রকৃতির মধ্যেই মৌলিক পার্থক্য পাওয়া যায়। সুতরাং একথা বলা যে, নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং চোখে দেখা বস্তুকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা এটা এই চর্ম চোখে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ ও নারীর গঠন বিন্যাসের মধ্যে কত পার্থক্য।

তথাকথিত প্রগতি নারী-পুরুষের এই জন্মগত পার্থক্য বিলোপ করার জন্য কত চেষ্টাই না করছে। তাই তো মহিলারা পুরুষের মত চুল রাখছে আর পুরুষরা মহিলাদের মত খোপা বাঁধছে। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে যে, নারী পুরুষের শারীরিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন। এরা দু'টি পৃথক সত্ত্বা, উভয়ের জীবন-যাপন প্রণালী ভিন্ন, উভয়ের যোগ্যতা ভিন্ন? এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি ভাবে জানব যে, পুরুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে আর নারীকেই বা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। উত্তর সোজা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কাছ থেকেই জেনে নিতে হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু সরাসরি তো আমরা তার কাছ থেকে জানতে পারছি না, বরং নবীদের মাধ্যমে আমাদের জানতে হবে এসব জবাব।

কুরআনে কারীম এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা দ্বারা একথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত যে মানুষের জীবন দু'টি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত। একটি হলো বাড়ির ভিতরে আরেকটি হলো বাড়ির বাইরে। আর এই দুটি ধারা এমন যে উভয়কে সাথে না নিয়ে একটি সুষ্ঠ পরিবার গঠন বড় মুশকিল। বাড়ির ভিতরের ব্যবস্থাপনা যেমন জরুরী তেমনই জরুরী হলো বাড়ির বাইরের কাজও। যখন এই উভয় কাজ নিজ নিজ স্থানে সঠিকভাবে চলবে, তখন মানুষের জীবনও স্বাভাবিক পথে চলবে। কিন্তু এর মধ্য থেকে যদি একটিকে বাদ দেয়া হয় অথবা অসম্পূর্ণ রাখা হয় তাহলে মানুষের জীবনের গতির ধারাবাহিকতাও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

নারী এবং পুরুষের কাজকে আল্লাহ পাক নিজেই বণ্টন করে দিয়েছেন। পুরুষের দায়িত্ব দিয়েছেন বাড়ির বাইরের কাজ যথা, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করা, রাজনৈতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। তারাই এটাকে সামাল দেবে। বিবেক বুদ্ধি দ্বারা যদি নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় তাহলে বিবেক ও এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, হ্যাঁ নারীকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটাই তার জন্য যুক্তিযুক্ত কেননা পুরুষের গায়ে যতটুকু শক্তি আল্লাহ পাক দিয়েছেন নারীকে ততটুকু দেননি। আর গৃহের বাইরের যত কাজ সবগুলির মধ্যেই শক্তি প্রয়োজন। সুতরাং সৃষ্টি কৌশলের তাগাদাও এটাই যে পুরুষ বাইরের কাজ করবে আর নারীরা ঘরের কাজ করবে।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও এভাবেই নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বাইরের কাজ করতেন আর হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঘরের কাজ যথা, আটা পিষা, ঝাড় দেয়া, কুয়া থেকে পানি তোলা, থানা পাকানো ইত্যাদি করতেন। আল্লাহ পাক সরাসরি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মানিত স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমান নারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "তোমরা স্বীয় ঘরকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে এর।"

এখানে শুধু এতটুকুই বলা হয়নি যে মহিলারা বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না বরং এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে আমি মহিলাদেরকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা ঘরকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং ঘরে তার ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রাখে।

ফ্রান্সে বোরকায় জরিমানা একটি প্রতিবেদন :

বোরকা বা নিকাব পরা মুসলমান নারীর অধিকার। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটি তাদের জন্য অবশ্য-পালনীয়ও বটে। কিন্তু ফ্রান্সসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে বোরকা পরার বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে। আইন থাকলেও অন্য দেশগুলোতে এ আইনটি কার্যকর করা বা এর জন্য ধর-পাকড় করার কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। ব্যতিক্রম ফ্রান্স। সেখানে গত এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ থেকে এ আইনটি জোরালোভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। ওই আইন অনুযায়ী বোরকা পরা কোনো মহিলা যদি তার মুখমন্ডল দেখাতে না চান, তবে পুলিশ তাকে সর্বোচ্চ ১৫০ ইউরো বা ২১৬ ডলার জরিমানা করতে পারে। ফ্রান্সের এ আইনটির আগ্রাসী আরেকটি রূপ হল, এতে ফরাসী বা বিদেশী যে কোনো বোরকা পরা মহিলাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে-যদি তিনি রাস্তা, পার্ক বা শপিংমলের মতো প্রকাশ্যস্থানে বোরকা পরে বের হন।

তবে এএফপি ও বিবিসির সূত্রে ১২ এপ্রিল ঢাকার পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে, বোরকা বিরোধী আইন কার্যকর করার প্রথম দিনেই সচেতনভাবে মুসলিম নারীরা এ

আইনটি ভাঙতে শুরু করেছেন। ফ্রান্সের আভিগনন শহর থেকে প্যারিসগামী ট্রেনে উঠার আগে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে আইন ভেঙ্গে বোরকা পরা নারী **কানিজা দিদার** (৩২) বলেন, ফরাসী এ আইন তার ইউরোপীয় অধিকার লঙ্ঘন করেছে। আইনভাঙ্গার কারণে তাকে জরিমানার অর্থ গুণতে হয়েছে। তাকে নিয়ে ওই দিন ফরাসী মিডিয়াতে যথেষ্ট হৈ চৈ হয়েছে। কিন্তু এতে তিনি মোটেও দমে যাননি। জরিমানা দিয়ে হলেও এ উল্টো আইন ভেঙ্গে বোরকা পরে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এদিকে বোরকা পরার 'অপরাধে' আইন অনুযায়ী মুসলিম নারীদের ওপর যে জরিমানা চাপানো হবে সে জরিমানার অর্থ যোগান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এক ফরাসী মুসলিম ব্যবসায়ী। তিনি ফ্রান্সে বোরকা পরা নারীদের সহযোগিতার জন্য তার ২০ লাখ ইউরো মূল্যের সম্পত্তি নিলামে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তিনি চান, বোরকা পরায় অভ্যস্ত ও আগ্রহী মুসলিম নারী যেন আইনের কারণে বোরকা না খুলেন। আইন ভাঙ্গার কারণে জরিমানা যা গুনতে হবে সেটা তিনি দেবেন। ধারণা করা হচ্ছে, তার মতো আরো বহু মুসলিম ব্যবসায়ী ফরাসী মুসলিম নারীদের সাহায্যে দাঁড়িয়ে যাবেন।

বোরকা বিরোধী এ আইনটির বিরুদ্ধে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পরিকল্পনার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী মানবাধিকার কমিশন বলেছে, এ আইন জারি ও কার্যকর করার ফলে দেশটিতে রাষ্ট্রীয় মদদে ইসলাম-আতঙ্ক ও মুসলিম বিরোধী বর্ণবাদের সূচনা হবে। কমিশনের সভাপতি বলেছেন, ২০০৪ সালে ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে উড়না বা স্কার্ফ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে দেশটিতে অনেক মুসলিম মেয়ে পড়াশোনা ও চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। দেশটিতে মুসলমানদের ওপর হামলা বাড়তে থাকায় তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীতা বাড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৬০ লাখ মুসলমানের বসবাসক্ষেত্র ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি এ ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন স্থানীয় ভোটারদের মন জয় করতে। এদিকে বোরকা বিরোধী আইনের এ দেশটি উপরে উপরে সভ্যতা ও মানবাধিকারের ডংকা বাজালেও দেখা যাচ্ছে, দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রকাশ্য নারী কেলেঙ্কারি ও নারী নির্যাতনের নানা ঘটনায় তোলপাড় চলছে দুনিয়াজুড়ে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সারকোজি তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে কয়েক বছর যাবত বিয়ে না করেই ঘর-সংসার করছেন সাবেক এক মডেলের সঙ্গে। তাকে ফার্স্ট লেডির মর্যাদা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে দেশ-বিদেশে সফরও করছেন তিনি। অপর দিকে আগামী নির্বাচনে তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সদ্যবিদায়ী আইএমএফ প্রধান সম্প্রতি জোরপূর্বক এক হোটেল-সেবিকার ওপর চড়াও হওয়ায় গ্রেফতার হয়ে আমেরিকায় বন্দি জীবন যাপন করছেন। তার সামনে এখন দীর্ঘ কারাবাসের হাতছানি।

এখানে দেখা যাচ্ছে, যে দেশটিতে আইন করে বোরকা নিষেধ করা হয়, বোরকা পরলে জরিমানা দিতে হয়, সর্বোচ্চ স্তরে প্রকাশ্য লাম্পট্য আর ঘৃণ্য যৌন নির্যাতনের কালোদাগ সে

দেশের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। অপরদিকে আইন করে, জরিমানা ধার্য করেও মুসলিম নারীদেরকে বোরকাবিহীন জীবনে বাধ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। নিজেদের শালীনতা ও ইসলামসম্মত পোশাকরীতি বজায় রাখতে তারা যে কোনো মূল্যেই প্রস্তুত। এমনকি তাদের এই নৈতিক কাজে সহযোগিতার জন্য ক্ষতি স্বীকার করেও আর্থিক যোগান দিতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম ভাইয়েরা পিছপা হচ্ছেন না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞার ফল ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার ধারা যুগে যুগে এ রকমই হয়ে থাকে।

পথিক! তুমি পথ হারিয়েছ!

এক. বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অসীম। বান্দাকে তিনি দান করেছেন অসংখ্য নিয়ামত। তাঁর বড় নিয়ামতসমূহের একটি পোশাক, যার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন। 'পোশাক' হচ্ছে নর-নারীর অঙ্গের ভূষণ এবং লজ্জার আবরণ। আল্লাহ রববুল আ'লামীনের নিকট বান্দার পোশাক-শোভিত রূপটিই পছন্দনীয়। তাই বিশেষভাবে ইবাদতের সময় তিনি বান্দাকে আদেশ করেছেন যেন সে পোশাক-সৌন্দর্য গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে শয়তানের কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে মানুষের নগ্ন ও বিকৃত রূপ। আর তা হবেই না কেন, সে তো আদম সন্তানের প্রকাশ্য দুশমন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কার পছন্দ গ্রহণ করব- আর-রহমানের, না শয়তানের?

দুই. পোশাকের মানদন্ডে বিচার করলেও বোঝা যায় পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে শয়তানের প্রতিভূ। আর এ কারণেই পশ্চিমা আদর্শের অনুসারীদের পোশাক দিন দিন সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্রথমে পোশাক ছিল হাটুর নীচ পর্যন্ত, এরপর তা উঠে এল হাটুর উপরে। এরপর এল প্যান্ট-ফতুয়া, এল নেটের জামা, এল টাইটস-সর্টস। যেন হাদীসে বর্ণিত 'পোশাক পরিহিতা নগ্ন নারী'র দৃষ্টান্ত একের পর প্রকাশিত হতে লাগল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা বেহেশতের ঘ্রাণটুকুও পাবে না।'

বেদনার বিষয় এই যে, এই সব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মুসলিম-সমাজে। পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের তাহলে কোন দিকে নিয়ে চলেছে?

তিন. বোন! আমরা ভুল পথে চলেছি। পশ্চিমা সংস্কৃতি কখনো আমাদের অনুকরণের বস্তু হতে পারে না। ঐ সভ্যতায় কি নারীর বিন্দুমাত্র মর্যাদা আছে? সেখানে তো নারী নিছক ভোগের বস্তু। বিভিন্ন উপায়ে নারীকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে পুরুষের আনন্দের চিতায় আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য। এতেই নাকি আধুনিক! নারীর পরম মোক্ষলাভ!

প্রিয় বোন! তুমি যদি হও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী, তোমার বুকে যদি থাকে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তাহলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর ঐসব প্রতারণার প্রলোভন এবং ফিরে এসো সেই পথে, যার শেষে আছে চির শান্তির আশ্রয়। তোমার উপর বর্ষিত হোক রববুল আ'লামীনের অপার করুণা।

মুসলমানের পোশাক

পোশাক-পরিচ্ছদ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পোশাক যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্যের উপকরণ, তেমনি শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মেনে তা ব্যবহার আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, কুরআন-হাদীসে অন্যান্য বিষয়াদির মতো লেবাস-পোশাক বিষয়েও হুকুম-আহকাম দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পোশাক সম্পর্কিত দ্বীনী হেদায়াত ও শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের তরবিয়ত করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামও নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মতো স্ত্রী-কন্যা ও সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত করেছেন।
কারণ পোশাক-পরিচ্ছদের ভালো মন্দ মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চরিত্র ও নৈতিকতা তথা মানবিক জীবনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্তর ও মন-মানসিকতায় গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই পোশাকের বিষয়টি এ রকম সাধারণ কোনো বিষয় নয় যে, একটি কাপড় কিনলাম এবং তা পরে নিলাম। বরং এক্ষেত্রে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।
পোশাক যে অনেক বড় নেয়ামত তা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ

হে আদমের সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক সেটাই উত্তম। এসব আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম। এর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।

পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও উপকারী। শরীয়ত বিশেষ কোনো পোশাক সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইন বা আকৃতিও বলে দেয়নি যে, এ ধরনের পোশাকই তোমাদের পরতে হবে; বরং বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, আবহাওয়া ও মৌসুম ভেদে পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে কিছু মৌলিক নীতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এ ধরনের পোশাক গ্রহণীয় ও এ ধরনের পোশাক বর্জনীয়।

সুতরাং, মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা ও সীমারেখা মেনে চলা জরুরি। যে পোশাক এই নীতিমালা ও সীমারেখা অনুযায়ী হবে সেটাই শরীয়তসম্মত পোশাক বলে গণ্য হবে।

এক. পোশাক এমন আঁটসাঁট ও ছোট মাপের হতে পারবে না, যা পরলে শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে এবং দৈহিক গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।

আবু ইয়াযীদ মুযানী রাহ. বলেন, হযরত ওমর (রা.) মহিলাদেরকে কাবাতী (মিসরে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের সাদা কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বলল, এই কাপড়ে তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।-(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ২৫২৮৮)

দুই. পোশাক এমন পাতলা ও মিহি হতে পারবে না যাতে শরীর দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন পাতলা সুতির কাপড়, নেটের কাপড় ইত্যাদি। অবশ্য পাতলা কাপড়ের নিচে সেমিজজাতীয় কিছু ব্যবহার করলে তা জায়েয হবে।

হযরত আলকামা ইবনে আবু আলকামা তার মা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হাফসা বিনতে আবদুর রহমান তার ফুফু উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.)-এর নিকটে এল। তখন তার পরনে ছিল একটি পাতলা ওড়না। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। -(মুয়াত্তা মালেক ২/৯১৩, হাদীস : ৬)

তিন. পোশাকের ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিক ও ফাসেক লোকদের অনুসরণ-অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। বিশেষত সেইসব পোশাকের ক্ষেত্রে যা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'উসফুর' (ছোট ধরনের লাল বর্ণের ফুল গাছ) দ্বারা রাঙানো দুটি কাপড় পরতে দেখে বললেন, 'এগুলো হচ্ছে কাফিরদের পোশাক। অতএব তুমি তা পরিধান করো না।'-(সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২০৭৭; নাসায়ী, হাদীস : ৫৩১৬)

তাছাড়া অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত। -(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০২৭)

চার. পোশাকের মাধ্যমে অহংকার ও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুখ্যাতি ও প্রদর্শনীর পোশাক পরবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। -(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬২৪৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০২৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে চলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। -(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৭৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২০৮৭)

পাঁচ. পুরুষদের জন্য মেয়েলী পোশাক এবং নারীদের জন্য পুরুষদের পোশাক পরা এবং একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নিষেধ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব পুরুষের উপর লানত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে (তাদের মতো আকৃতি, তাদের পোশাক ও তাদের চাল-চলন গ্রহণ করে)। আর সেই সব নারীর উপরও লানত করেছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮৮৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারিনী নারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন। -(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০৯২)

ছয়. পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় করা, বিলাসিতা করার জন্য বা শখের বশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক ক্রয় করা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চমূল্যের পোশাক ক্রয় করা নিষেধ।

হযরত আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা খাও, পান কর, অন্যদের দান কর এবং কাপড় পরিধান কর যে পর্যন্ত অপচয় ও অহংকার করা না হয়। -(সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৫৯; ইবনে মাজাহ,হাদীস : ৩১০৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেন, যা মনে চায় খাও, যা মনে চায় পরিধান কর যে পর্যন্ত দুটি বিষয় না থাকে : অপচয় ও অহংকার। -(সহীহ বুখারী ১০/১৫২)

সাত. গায়রে মাহরাম ও পর পুরুষের সামনে অলংকার ও পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তারা যেন নিজেদের ভূষণ প্রকাশ না করে। উক্ত আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পর পুরুষের সামনে নিজেদের পুরো শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করে রাখে। যাতে তারা সাজ-সজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়।

ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন, যে সব কর্ম নারীর উপর লানত করে তা হল অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার। -(আলকাবায়ের পৃ. ১০২)

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

নিজ গৃহে অবস্থান কর সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না। যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত। প্রাচীন জাহেলী যুগে নারীরা নির্লজ্জ সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াত। আজকের নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত ম্লান হয়ে গেছে।

আট. পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় নিষেধ এবং তা কবীর গুনাহ ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাপড়ের যে অংশ টাখনুর নীচে যাবে তা (টাখনুর নীচের অংশ) জাহান্নামে জ্বলবে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৭৮৭)

হযরত আবু হুবাইব ইবনে মুগাফফাল গিফারী (রা.) মুহাম্মাদ কুরাশীকে লুঙ্গি টেনে চলতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে অহংকারবশত পায়ের নীচে কাপড় ফেলে চলবে সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবে চলবে।' -(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৫৫৪২)

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা নিজগৃহে অবস্থান কর। এ আয়াতে একটি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, নারীর আসল জায়গা ও কর্মস্থল তার ঘর। গৃহকর্ম ও খান্দান গড়ে তোলাই তার দায়িত্ব। যে সব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায় তা নারীজীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর হতে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়। অতি প্রয়োজনে ঘর হতে বের হওয়া জায়েয। তবে কিছু আদাব ও নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে।

১. পুরো শরীর বড় এবং মোটা চাদর দ্বারা অথবা সমগ্র শরীর ঢাকা যায় এমন বোরকা দ্বারা আবৃত করে ফেলবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা যাবে না। চেহারা, উভয় হাত কব্জিসহ এবং উভয় পা টাখনুসহ আবৃত করবে। পথ-ঘাট দেখার জন্য

শুধু চোখ খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে হাত ও পায়ের মোজা এবং চেহারার জন্য আলাদা নিকাব ব্যবহার করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের মুখের উপর তাদের চাদর নামিয়ে দেয়।' (সূরা আহযাব : ৫৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মনে রাখতে হবে, টাখনু পর্যন্ত কদম, কব্জি পর্যন্ত হাতের পাতা এবং চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে তা নামাযের সময় খোলা রাখা যাবে। কিন্তু এসব অঙ্গ পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফলে গায়রে মাহরাম ও পরপুরষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

২. ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় মেক-আপ, সাজসজ্জা গ্রহণ করবে না এবং কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয় এবং লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তারা তার খুশবু গ্রহণ করে, তবে সে ব্যভিচারিণী। -(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৯৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৭৮৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১৭৪-৭৫)

৩. স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে নারী স্বামীর ঘর হতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে যায় সে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত অথবা স্বামী সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। -(কানযুল উম্মাল)

৪. দূরের সফর হলে একা যাবে না; বরং কোনো মাহরাম পুরুষের সাথে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণে বলতে শুনেছি, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া নির্জনে অবস্থান করবে না। এবং কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। -(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩০২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৪১)

৫. এমনভাবে চলবে না যে, অলংকারের শব্দ মাহরাম নয় এমন কেউ শুনতে পায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুসলিম নারীদের উচিত, মাটিতে এমনভাবে পা না ফেলা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ-সজ্জা জানা হয়ে যায়।' (সূরা নূর : ৩১)

৬. গায়রে মাহরাম তথা বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! মু'মিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।' (সূরা নূর : ৩১)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে করণীয় কী-জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৫৯)

৭. মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না। একান্ত যদি বলতেই হয় তবে নরম ও কোমল ভাষায় বলবে না, যাতে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো সঙ্গত কথা।' (সূরা আহযাব : ৩২)

সূত্রসমূহ:

১/ আল কুরআন (সূরা নূর, সূরা আহযাব, সূরা নিসা, সূরা হুজরাত, সূরা আ'রাফ)
২/ আল হাদিস (কুতুবে সিত্তাহ, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান ইত্যাদি)
৩/ শরহুল হাদিস (ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী)
৪/ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২
৫/ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৭/১৯৫
৬/ আহকামুল কুরআনে (৩/৩৯৩)
৭/ তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন: ২/৪৬৮
৮/ মাসিক আলকাউসার ২০১১